চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

সিস্টার
Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 January, 2020 ■ আগরতলা, ২২ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ৭ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন ঃ আজ সুপ্রিমকোর্টে শুনানি

সিএএ ঃ কোনও মূল্যেই প্রত্যাহার নয়, বললেন অমিত শাহ

লখনউ, ২১ জানুয়ারি (হি.স.)।। সিএএ নিয়ে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলির নিন্দায় মুখর হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সিএএ কোনও ভাবেই প্রত্যাহার করা হবে না বলে জানিয়েছেন তিনি। রাম মন্দির ইস্যুতেও কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর হন তিনি।

অমিত শাহ জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধী এবং ইমরান খান একই ভাষায় কথা বলছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদী সিএএ নিয়ে এসেছে। যাদের কাছে থাকার ঘর নেই, খাবার নেই। সেই সকল মানুষকে সম্মানিত করার কাজ করেছেন তিনি।

বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগ তুলেছেন অমিত শাহ। তিনি জানিয়েছেন, 'আমরা বিরোধিতাকে ভয় পাই না। আমাদের জন্ম ও লালন-পালন বিরোধের মধ্যে দিয়ে হয়েছে। যারা বিরোধিতা করে চলেছেন করুন সিএএ প্রত্যাহারের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ৮৮৬৬২৮৮৬৬২ নম্বরে ফোন করে মোদীজিকে সমর্থন করার আহ্বান করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, সিএএ নিয়ে বিরোধী দলগুলি অপপ্রচার চালিয়ে বিভ্রান্তি

তৈরি করছে। সেই কারণেই বিজেপি জন জাগরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশের বিভাজনকামী শক্তির বিরুদ্ধে এই প্রচারাভিযান চলবে। সিএএ নিয়ে এসেছেন নরেন্দ্র মোদী। রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়াবতী, অখিলেশ, কেজরিওয়াল প্রত্যেকেই এই আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এমনকি দাঙ্গাতেও মদত দেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানিয়েছেন, সিএএ-র জন্য সংখ্যালঘুরা নাগরিকত্ব হারাবেন না। যদিও কোথাও নাগরিকত্ব হারানোর কথা বলা থাকে, তবে তা প্রমাণ করে দেখানো হোক। বিষয়টি নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিরোধী দলগুলি। বিষয়টি নিয়ে বিরোধীদের জনসমক্ষে আলোচনা করার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তিনি।

পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, কংগ্রেসের পাপের জন্য ধর্মের নামে দেশভাগ হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১৬ জুলাই প্রস্তাব পাশ করিয়ে ধর্মের নামে দেশকে ভাগ করার সম্মতি দিয়েছিল কংগ্রেস। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে ধর্মের কারণে নিপীড়িত হয়েই ভারতে এসেছিল বহু শরণার্থী। তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য এই বিল আনা হয়েছে।

সিএএ নিয়ে অযথা রাজনীতি করা দলের নেতাদের কটাক্ষ উদ্বাস্তুদের দুঃখের জীবনের কথা তুলে ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, যে ব্যক্তির কয়েক হেক্টর জমি ছিল সেই এখন নিজের পরিবারের সঙ্গে ঝুপড়িতে বসবাস করছে। ভিক্ষা করে সংসার টানতে হচ্ছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানে বসবাসকারি সংখ্যালঘুরা কোথায় গেল বলে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি সে সকল দেশে ধর্মের নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষদের হত্যা করা হয়েছে। জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করানো হয়েছে। সেই থেকে উদ্বাস্তুদের ঢল নামতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী সেই সকল বঞ্চিত মানুষদের জীবন পুনরায় শুরু করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ 'টোটাল শাটডাউন'-এর ডাক অসম-সহ উত্তরপূর্বের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে

গুয়াহাটি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.)।। আগামীকাল ২২ জানুয়ারি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-এর বিরুদ্ধে দাখিলকৃত আবেদনগুলোর ওপর শুনানি গ্রহণ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আগামীকাল অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম অচল করতে 'টোটাল শাটডাউন'-এর ডাক দিয়েছে এই আইনের বিরুদ্ধাচরণকারী ছাত্রসমাজ।

আগামীকাল বুধবার নাগরিকত্ব (সংশোধিত) আইন-এর বৈধতার প্রশ্নে সর্বোচ্চ আদালতে দাখিলকৃত আবেদনগুলোর শুনানি গ্রহণ করা হবে। এই আইনকে যদি বৈধ বলে রায় দেওয়া হয়, তা-হলে এর বলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধারণা করে এর প্রতিবাদে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজ ঘোষণা করেছে, আগামীকাল এই অঞ্চলের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের অধীনস্ত সকল মহাবিদ্যালয়ের যাবতীয় পঠনপাঠন, কাজকর্ম 'টোটাল শাটডাউন' অর্থাৎ 'সম্পূর্ণ বন্ধ' থাকবে। এক বিবৃতি জারি করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজ আশা ব্যক্ত করেছে, শুনানিকালে সুপ্রিমকোর্ট উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) জনসাধারণের ওপর 'সিএএ'-র ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়বে বলে যে দাবি করা হচ্ছে, সেই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে।

সম্পূর্ণ বন্ধ-এর আওতায় পড়বে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, মেঘালয়ের শিলঙে অবস্থিত নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, রাজীব গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে অবস্থিত নর্থ ইস্টার্ন রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি (নেরিস্ট)।

উল্লেখ্য, সিএএ-র বিরোধিতা এবং এর বৈধতা সম্পর্কে সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করেছিল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে পূর্বতন সরকারের জমানায় থানার লকআপে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে : আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় বাম জমানায় থানার লকআপে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। অথচ, একটি ঘটনারও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পূর্বতন সরকার। কিন্তু সম্প্রতি থানার লকআপে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় বিরোধীরা প্রতিবাদে বিধানসভা বয়কট করেন। তাঁদের এই আচরণে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বিরোধী দলনেতা এবং বিরোধী বিধায়কদের নিশানা করে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথের দাবি, ওই মৃত্যুর ঘটনার কোনও দাবি ছাড়াই ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কটাক্ষ, গতকাল বিধানসভায় বিরোধীরা নাটক করেছেন। এতে মনে হয়েছে, বাম জমানায় থানার লকআপে কোনও দিন কোনও মৃত্যু হয়নি, বিদ্রুপ করে বলেন আইনমন্ত্রী।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে আইনমন্ত্রী দাবি করেন, পূর্বতন সরকারের আমলে পুলিশের লকআপে ১৫টি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এক তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ১৯৯৪ সালে কিল্লামণি মলসুম, ২০০০ সালে পূর্ব আগরতলা থানায় ফুলকিশোর দেবনাথ, ২০০২ সালে শ্রীনগর থানায় অপু সাহা, ২০০৪ সালে জিরানিয়া থানায় বিমল দেববর্মা, ২০০৫ সালে বিলোনিয়া থানায় অমরচন্দ্র দাস, ২০০৬ রানিরবাজার থানায় হরেকৃষ্ণ দাস, ২০০৮ সালে পশ্চিম আগরতলা থানায় বিশ্বজিৎ বণিক, ২০১০ সালে খোয়াই থানায় বিকাশরঞ্জন বিশ্বাস, ২০১৩ সালে কমলপুর থানায় বীরেন্দ্র শুক্লবৈদ্য, ২০১৫ সালে কমলপুর থানায় বিনয় দেবের পুলিশ লকআপে মৃত্যু হয়েছিল।

তাঁর আরও দাবি, এছাড়াও অসংখ্য মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে পুলিশের লকআপে। তিনি বলেন, ২০১১ সালের ২৮ মার্চ শঙ্কর ভৌমিক, ২০১১ সালের ১ মে ফজর আলি, ১৩ সালের ২৪ মে কানুলাল ঘোষ এবং ২০১৫ সালের ১৪ জুলাই উপেন্দ্র দেবনাথ-এর পুলিশ লকআপে মৃত্যু হয়েছে। অথচ একটি ঘটনারও তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী কোনও বিবৃতি দেননি। আইনমন্ত্রীর বক্তব্য, পুলিশ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ণরাজ্য দিবসে শুভেচ্ছার ঢেউয়ে ভাসল ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের ঢেউয়ে ভাসলো ত্রিপুরা। পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এক ট্যুইটবার্তায় ত্রিপুরা-সহ মেঘালয় ও মণিপুরের পূর্ণরাজ্য দিবসে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি ওই তিন রাজ্যের বাসিন্দাদের উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য শুভ কামনা জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও পূর্ণরাজ্য দিবসে ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। এক ট্যুইটবার্তায় তিনি বলেন, ত্রিপুরার অনুকরণীয় ঐতিহ্য এবং দেশের উন্নয়নে অংশীদারিত্ব আমাকে গর্বিত করেছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরাবাসী তাঁদের পরিশ্রমী স্বভাবের জন্য অতি পরিচিত। আমি ত্রিপুরাবাসীর ধারাবাহিক সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিতভাই শাহও পূর্ণরাজ্য দিবসে ত্রিপুরাবাসীকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা তাঁর ইতিহাস ও উন্নত সংস্কৃতির জন্য পরিচিত। তাঁর বিশ্বাস, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে ত্রিপুরা ক্রমাগত উন্নতি লাভ করবে। তিনি প্রার্থনা করেন, মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী প্রত্যেকের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবেন।

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরাবাসীকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে ত্রিপুরা নতুন যুগের সাক্ষী হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার উন্নতি হবে। আগামী বছরগুলিতে ত্রিপুরায় ধারাবাহিক উন্নয়ন দেখা যাবে।

এদিকে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল পূর্ণরাজ্য দিবসে ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্মসংস্থান, এনআরসি এবং সিএএ প্রত্যাহারের দাবিতে যুব কংগ্রেসের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। যুবকদের কর্মসংস্থান, এনআরসি ও সিএএ প্রত্যাহার, নারী নির্যাতন বন্ধ করা-সহ পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে প্রদেশ যুব কংগ্রেস মঙ্গলবার এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছে। বিক্ষোভ মিছিল রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এসে শেষ হয়েছে।

এ-প্রসঙ্গে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সভাপতি শান্তনু সাহা বলেন, রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন বাইশ মাসের সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তিনি বলেন, আজ শিক্ষিত যুবকরা চাকরি থেকে বঞ্চিত। তাঁদের কোনও কর্মসংস্থান নেই। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত প্রতিদিনই কোনও না-নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। এরই প্রতিবাদে ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে আজকের বিক্ষোভ মিছিল।

এদিকে, মিছিলে অংশগ্রহণ করে কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক বর্তমান রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বিগত ২২ মাসে এই স্বৈরাচারী সরকারের লোকজন ও তাদের পুলিশ প্রতিনিয়ত যুব কংগ্রেসের কর্মীদের উপর চড়াও হচ্ছে। তাদের উপর আক্রমণ শানিয়েছে তারা। তিনি বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় সরকারের সমালোচনা করলেই মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের আটক করা হয়েছে। পুলিশ তাদের দিল্লি ইমফল বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে এনেছে। অথচ শাসক জোটের এক বিধায়কের উপর বধূ নির্যাতনের মামলা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ তাকে গ্রেফতার করছে না। বরং তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে অজুহাত দেখানো হচ্ছে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় যুবকদের কর্মসংস্থান হচ্ছে না বলেই শিক্ষিত যুবকরা উদাসীনতায় তাদের এমপ্লয়মেন্ট কার্ড পুনর্নবীকরণ করাচ্ছেন না। অথচ, যেখানে কোনও চাকরি হয়নি, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন রাজ্যে ২২ মাসে ছয়লক্ষ বেকার কমেছে।

পূর্ত ঘোটালা ঃ বাদলের জামিনের আবেদনে শুনানি সম্পন্ন, আজ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। পূর্ত দপ্তরের ঘোটালা মামলায় প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী ৭৫দিন জেল হাজতে কাটালেও মামলার আইও এখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য বা চার্জশিট বাদলবাবুর বিরুদ্ধে জমা করতে পারেনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার আগরতলার নিম্ন আদালতে বাদলবাবুর আইনজীবীরা জামিন আবেদন করেন। আদালতে জামিনের উপর উভয়পক্ষের শুনানি শেষ করার পর রায়দান স্থগিত রাখেন। আগামী বুধবার আবেদনের উপর রায় প্রদান করবেন বলে জানালেন বাদলবাবুর আইনজীবী।

বাজেয়াপ্ত ব্রাউন সুগার ধ্বংস করল পুলিশ

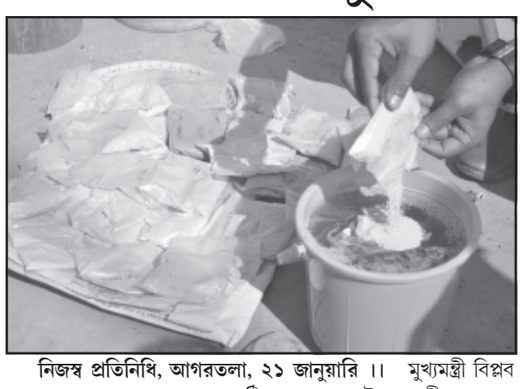

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ডাকদেন। তাতে সাড়া দিয়ে প্রশাসন নেশা জাতীয় সামগ্রী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ধার করে। মঙ্গলবার গত জুলাই মাসে ধলাই জেলায় আটক ব্রাউন সুগার কোর্ট নির্দেশ অনুসারে আগরতলা সংলগ্ন বোধজংনগরে ধ্বংস করা হয়। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ত্রিপুরা পুলিশের ডিআইজি গৌরব চক্রবর্তী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩১ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.)।। আগামী ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। ওই দিন সকাল ১১ টায় লোকসভা এবং রাজ্যসভার সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষন দেবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১ টায় কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ তাঁর দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন। এর আগের দিন অবশ্য অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করা হবে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা ব্যক্তিত্ব নেতজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৪তম জন্মজয়ন্তী আগামী ২৩ জানুয়ারি রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হবে। নেতাজী জন্মোৎসব উদযাপন কমিটির উদ্যোগে মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে আগরতলার নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোচনা সভা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ে নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। সন্ধ্যায় বিদ্যালয়কে আলোক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ণ রাজ্য দিবস উদযাপন

প্রতিটি স্তরের মানুষ একজোট হয়ে রাজ্যের উন্নয়নে ব্রতী হয়েছেন : রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরার প্রতিটি স্তরের মানুষ একজোট হয়ে রাজ্যের উন্নয়নে ব্রতী হয়েছেন। পূর্ণরাজ্য দিবসের অনুষ্ঠানে এভাবেই ত্রিপুরাবাসীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন রাজ্যপাল রমেশ বৈস। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার বিকাশযাত্রা একটি মজবুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে এগিয়ে চলেছে।

মঙ্গলবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নম্বর হল-এ রাজ্যভিত্তিক ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল রমেশ বৈস বলেন, স্বাধীনতার সময় বিভিন্ন রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলিকে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে উত্তরপূর্ব এলাকাসমূহ পুনর্গঠন আইন, ১৯৭১ অনুসারে ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়, বলেন রাজ্যপাল।

বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে রাজ্যপাল বৈস আরও বলেন, প্রতিটি স্তরের সাধারণ মানুষ একজোট হয়ে রাজ্যের উন্নয়নে ব্রতী হয়েছেন। বহুপক্ষীয় প্রয়াসের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে একেবারে রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার বিকাশযাত্রা একটি মজবুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে এগিয়ে চলছে। বর্তমান সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, মাছচাষ, পানীয়জলের ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিকরণ, সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন, জলসেচ উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি বলেন, নেশামুক্ত, সুশাসিত, পর্যটনবান্ধব, স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ডিজিটাল, উন্নত পরিকাঠামো সম্পন্ন, শিক্ষিত, সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন রাজ্য গড়ার লক্ষ্যে সাধারণ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে চলছে নতুন সরকার। তাঁর পরামর্শ, রাজ্যকে নিজের বলে মানতে হবে। তখনই রাজ্যের প্রতিটি বিষয় আমরা অন্তর থেকে অনুভব করতে পারব।

যে পূর্ণতা পাওয়ার লক্ষ্যে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পেয়েছিল ত্রিপুরা, ৪৮ বছরেও তা অর্জিত হয়নি : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। যে পূর্ণতা পাওয়ার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পেয়েছিল, ৪৮ বছরেও তা অর্জিত হয়নি। মঙ্গলবার পূর্ণরাজ্য দিবসের অনুষ্ঠানে এভাবেই আক্ষেপ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর দাবি, এতদিন পূর্ণতা অর্জনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, পরিবর্তন হয়েছে ত্রিপুরায়। পূর্ণরাজ্য গঠিত হওয়ার দীর্ঘ সময় পরও যে ক্ষেত্রগুলিতে পূর্ণতা অর্জন করা যায়নি, মাত্র ২২ মাসের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একশো শতাংশ সফলতা এসেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সফলতার হার একশো শতাংশের কাছাকাছি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সব ধরনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো, যোগাযোগ, শিল্প, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ই-পিডিএস ব্যবস্থায় বর্তমান সরকারের সফলতা ১০০ শতাংশ। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে রাজ্যের শেষপ্রান্তে বসবাসকারী ব্যক্তির কাছেও গণবণ্টন ব্যবস্থার সুফল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

এক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা প্রথম এবং সারা দেশের নিরিখে তৃতীয় রাজ্য। তাঁর বক্তব্য, শিক্ষা দফতরে গুণগত শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগে শুধু দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য এই ব্যবস্থা চালু ছিল। এক্ষেত্রেও সফলতার হার একশো শতাংশ। এছাড়াও আধার কার্ড প্রদান, জনধন অ্যাকাউন্ট, সৌভাগ্য যোজনায় বিদ্যুতায়ন, ই-গেজেট, ই-চালান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ১০০ শতাংশ সফলতা অর্জন করেছে রাজ্য।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১০৪ ▫ ২২ জানুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ৭ মাঘ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অপরাধ পরিসংখ্যান উদ্বেগের

খুব উদ্বেগজনক ছবিই বলিতে হইবে। সদ্য অনুষ্ঠিত বিধানসভায় দেওয়া তথ্য হইতে জানা যায় গত ২০ মাসে ২২টি গণধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়াছে। নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়াছে ১,৭১৫টি। রাজ্যে প্রতিদিন গড়ে চারটি আত্মহত্যা। সোমবার প্রশ্নোত্তর পর্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী জানান সদ্য সমাপ্ত বছরের শেষ পাঁচ মাসে রাজ্যে প্রতিদিন গড়ে ৩ দশমিক ৬১টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়াছে। বিজেপির ক্ষমতাবোহনের পর প্রথম প্রায় উনিশ মাসে রাজ্য হইতে নিখোঁজ হইয়াছে ৪৭৩ জন নাবালিকা ও মহিলা। গত বছরের শেষ পাঁচ মাসে খুন হইয়াছেন ৬৫জন। ২০১৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০১৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় ২০ মাস ১০ দিনে রাজ্যে ১,৭১৫টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়াছে। ২২টি গণধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়াছে। এই সময়ে ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়াছে ১৬টি। বিধানসভায় প্রদত্ত তথ্যে দেখা যাইতেছে যে, ২০১৮ সালের ১এপ্রিল হইতে ২০১৯ সালের ১৫ নভেম্বর পর্য্যন্ত এই সাড়ে ১৯ মাসে রাজ্যে ২১৪জন নাবালিকা এবং ১৭৪২জন মহিলা নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ থানায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সময়ে ২জন নাবালিকা ও একজন যুবতী পাচার হইয়াছেন। নিখোঁজ এবং পাচার হওয়া নাবালিকা ও মহিলাদের মধ্যে পুলিশ ১৪৮৬ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করিতে পারিলেও ৪৭৩ জন এখনও নিখোঁজ। আগস্ট হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২০১৯ সালের শেষ ১৫৩দিনে রাজ্যে ৫৫৩টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়াছে। গত বছরের শেষ পাঁচ মাসে রাজ্যে খুন হইয়াছেন ৬৫জন। নিহতের মধ্যে ২৫ জন মহিলা ও ৪১ জন পুরুষ। বিজেপি শাসনে মাসে গড়ে ১৩জন খুন হইয়াছেন। ২০১৮ সালের ১লা এপ্রিল ওইতে ২০১৯ সালের ১০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় ২০ মাসে ১০ দিনে রাজ্যে ১,৭১৫টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়াছে। এর মধ্যে ২২টি গণধর্ষণের ঘটনা আছে। রাজ্যে পথ দূর্ঘটনার তথ্যও উদ্বেগজনক গত বছর শেষ পাঁচ মাসে ১৭৮টি পথ দূর্ঘটনায় ১০৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

রাজ্য বিধানসভায় প্রদত্ত তথ্য রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার সামগ্রিক চিত্রটাই উঠিয়া আসিয়াছে। রাজ্যে নারী নির্যাতন ও গণধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে পুলিশের নরম অবস্থানও যে আইনশৃঙ্খলার অবনতির বড় কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাও সন্দেহ নাই যে, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে না আনা পর্য্যন্ত রাজ্যে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হইবে না। লক্ষ্য করিবার বিষয় একটি নতুন মাফিয়া ও সমাজ বিরোধী চক্রও দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের বিরুদ্ধে পুলিশ যে তেমন কার্য্যকরী উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হইতেছে। রাজ্যের থানাগুলিকে আরও বেশী সক্রিয় করা না গেলে অপরাধ প্রবণতা রোখা যাইবে না। একশ্রেণীর রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত ও অপরাধের সঙ্গে শুধু জড়িত নহে সক্রিয়ভাবে অন্য অপরাধীদেরও মদত দিয়া চলিয়াছে। আজ সরকারী পরিসংখ্যানই তো উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া চলিয়াছে। একথা তো অস্বীকারের সুযোগ নাই যে, রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যদি উন্নতি না ঘটে তাহা হইলে রাজ্যের উন্নয়ন অসম্ভব। আজ রাজ্যে পর্য্যটন উন্নয়নের জোর উদ্যোগ চলিতেছে। সেখানে আইন ও শৃঙ্খলা যদি স্বাভাবিক না থাকে তাহা হইলে পর্য্যটনের স্বপ্নও মার খাইবে। সোজা কথায় উন্নয়নের প্রাথমিক ও প্রধান স্বপ্নই হইতেছে শান্তি, গণ নিরাপত্তা। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার যে চিত্র বা তথ্য বিধানসভায় প্রদত্ত হইয়াছে তাহা তো সরকারী রিপোর্ট। থানা পুলিশ নথীভুক্ত রিপোর্টই দিয়াছে। নথীভুক্ত ছাড়াও তো প্রচুর ঘটনা ঘটিতেছে তাহা থানা পুলিশে যায় না। এই হিসাব ধরিলে বিস্তর অপরাধের ঘটনা আছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাজ্য সরকারকে আরও বেশী সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হইবে। আর আইনশৃঙ্খলার উন্নতি না হইলে রাজ্যের উন্নতিও নৈব নৈব চ। আমরা বিশ্বাস করি, নতুন সরকারের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি রক্ষায় আরক্ষা প্রশাসন আরও বেশী সজাগ ও সতর্ক হইবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ও অপরাধ দমনে কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও কাম্য নহে।

কুমুদ কুন্ডু স্মৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ২৫ জানুয়ারি

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। অক্ষর পাবলিকেশানস্ আয়োজিত নবম 'কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী স্মৃতি সম্মান' প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ২৫ জানুয়ারি ২০২০, শনিবার, সন্ধ্যা ৬টায়, আগরতলা প্রেস ক্লাবের ত্রিতলে। এ বছরের পুরস্কার প্রাপক ককবরক ভাষার বিশিষ্ট লেখক নিতাই আচার্য। ককবরক ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতি বছর অক্ষর পাবলিকেশানস্ এর তরফে 'কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী স্মৃতি সম্মান' প্রদান করা হয়। পুরস্কার স্বরূপ মানপত্র, মেমেন্টো, নগদ দশ হাজার টাকা, শাল চাদর এবং ফল মিষ্টি প্রদান করা হয়। এবারের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ড. প্রফুল্লজিৎ সিন্‌হা, মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুর পরিষদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ড. নির্মল দাস, বিশিষ্ট লেখক, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন নরেশ চন্দ্র দেববর্মা, বিশিষ্ট লেখক। অনুষ্ঠানে সকলের আমন্ত্রিত। অক্ষর পাবলিকেশানস্ এর পক্ষে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আমরা বাঙালীর গণ অবস্থান ব্যাপক সাড়া কাঞ্চনপুরে

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। গত ১৯ শে জানুয়ারি, ৬ দফা দাবিতে কাঞ্চনপুর বাজারে আমরা বাঙালী দলের ৫ ঘণ্টার গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। দাবি গুলির মধ্যে অন্যতম হল সম্প্রতি ক্যাব বিরোধীতার অজুহাতে বনধের নামে বাঙালী বিদ্রেষী উগ্রবাদীদের দ্বারা বাঙালীদের ধন সম্পত্তি ধ্বংসের জন্যে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইন অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা। উপযুক্তি নিরাপত্তাদিয়ে স্বস্থানে ক্ষতিগ্রস্থ বাঙালীদের পুর্নবাসনের বন্দোবস্থ করা। সারা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টিএস আর ক্যাম্প স্থাপন ইত্যাদি। গণ অবস্থানে দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল, জনসংযোগ ও প্রচার সচিব হরিগোপাল দেবনাথ, সাংঘটনিক সচিব কেশব মজুমদার, কার্যালয় সচিব বিল্পব দাস, যুব সচিব কল্যাণ পাল প্রবীর দেবনাথ গৌরীশংকর নন্দী, রঞ্জিৎ বিশ্বাস, সুনীল সাহজী, হেমেন্দ্র দেবনাথ, জ্যোতিষ নাথ, দুলাল ঘোষ, গোপাল কৃষ্ণ দেব, গীতাঞ্জলী দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দলের রাজ সচিব ভবিষ্যৎ কর্মসূচি হিসাবে যতদিন পর্যন্ত না বাঙালীদের উপর নির্যাতন শোষণ বঞ্চনা দূর হবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন ও মানুষের পাশে থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন, বাঙালিরাই ত্রিপুরা তথা বারতের ভূমিপুত্র। কাজেই এনআরসি ও ক্যাব অজুহাতে একটি বাঙালীকেও ত্রিপুরাতে তথা ভারত থেকে বিদেশী, রাষ্ট্রহীন করা চলবে না। সংবিধানের ৩ নং ধারা অনুযায়ী বাঙালীস্তান গঠনই বাঙালী নির্যাতন ও বাঙালী সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বলে তিনি অভিমত দেন। দীর্ঘ দিন পর আমরা বাঙালীর এই গণ অবস্থান প্রোগ্রামে কাঞ্চনপুর এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে।

নিতাই শীলের আত্ম বলিদান দিবস পালিত

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা বাঙালী আন্দোলনের প্রথম দধিচি (শহীদ) নিতাই শীলের আত্ম বলিদান দিবস দলের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া কল্যাণপুর, খোয়াই, ধর্মনগর, মাছমারা, অমরপুর, আমবসা, কমলপুর, আগরতলা, কাঞ্চননগর, প্রভৃতি জায়গায় পালন করা হয়। রাজ্য অফিসে আইন সচিব রাখাল রাজ দত্ত, যুব নেতা কল্যাণ পাল, কল্যাণপুরে-কেশব মজুমদার উত্তম দাস, তেলিয়ামুড়া রাজা সচিব গৌরাঙ্গা রুদ্র পাল ও অন্যান্য স্থানে রাজ্য ও ব্লক স্তরীয় নেতৃবৃন্দ অমর দাবিটি নিতাই শীলের স্মৃতি চারণ করেন আমরা বাঙালী ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির এক প্রেস বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ক্ষমতার কাছে আধ্যাত্মিক চেতনার আত্মসমর্পণ আদৌ কাম্য নয়

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

নরেন্দ্র মোদির বেলুড়মঠ দর্শন দাগ রেখে গেল। তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী বলার মধ্যে দিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষ অকারণে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে কেন্দ্র করে কোনওদিন কোনও বিষয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে বলে তো মনে করতে পারি না। রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগ উঠেছে একথাও স্মরণ করতে পারি না। বাম জমানায় সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্র্যান্ট বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তখনও রামকৃষ্ণ মঠ কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করেনি বরং জনসাধারণের মনে ওই কারণে বামেদের প্রতি বিরক্তি তৈরি হয়। পরবর্তীকালে এই বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়ায়, তুব মানুষের কাছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন শ্রদ্ধার আসনেই ছিল, আজও তাই আছে। কিন্তু এই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ও ট্রাস্টি বোর্ড ভুল বার্তা দিচ্ছেন। এঁরা সুযোগ পেলেই কখনও রাজ্য সরকার, কখনও মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন, জনমানসে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এই ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকা খুব জরুরি। দলমত নিরপেক্ষ অবস্থানের প্রতি তাঁদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে এবং সরাসরি রাজনৈতিক বৃত্তের বাইরে থেকে মানুষের কল্যাণে কাজের জায়গাটা ধরে রাখতে হবে। নইলে এই মিশন হাবারে জনগণের শ্রদ্ধা। মঠ-মন্দিরে যে কোনও মানুষই যেতে পারেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হন, আর সাধারণ মানুষ হন, কিন্তু তাঁকে নিয়ে সেলফি তোলা হলে সাধু - মহারাজদের আর গরিমা থাকে না। মনে রাখতে হবে, ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী রাজা-মহারাজারাও সন্ন্যাসীদের চরণ স্পর্শ করেন, এখন দেখা যাচ্ছে গেরুয়া পরা রামকৃষ্ণ মিশনের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সেলফি তুলছেন, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে এই আধিখ্যেতা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে মানায় না। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে গাম্ভীর্য তার কারণ তাদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন ও স্বামী বিবেকানন্দের যে অবাদান জাতীয় জীবনে ও কৃষ্টিতে সে কথা মনে রেখে এযাবৎসকাল পর্যন্ত দেশেরসকল প্রধানমন্ত্রী এমনকি রাষ্ট্রপতিও সশ্রদ্ধ চিত্তে বেলুড় মঠে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রণাম নিবেদন করেছেন। তাঁরা কৃতার্থ হয়েছেন। নরেন্দ্রমোদির বেলুড়মঠ সফর দেখিয়ে গেল, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন বিগলিত করুণা হয়ে তাকে নিয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে। যেন নরেন্দ্র মোদিকে

পেয়ে বেলুড় মঠ কৃতার্থ হয়েছে বলে নিজেদের মনে করছে। এই ভাবের কারণ? এই কি যে এই নরেন্দ্র মোদির তো মঠে সন্ন্যাসীদের সঙ্গেই থাকার কথা ছিল,কারণ যৌবনে তিনি নাকি রামকৃষ্ণ মিশনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, ঘটনাচক্রে তা না হলেও এতদিন পর সেই নরেন্দ্র মোদি এসেছেন। যেন তাঁর নিজের ঘর দর্শনে। তাই এ তুমি কেমন তুমি। ভাবনাই বদলে গেছে আপ্যায়নের।নাকি এও কি যুগ পরিবর্তনের হাওয়া? ক্ষমতার কাছে নতজানু হওয়া।

প্রথমেই বলেরাখা দরকার, কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোন রাজনৈতিক দল বা তার প্রধানের প্রশংসা করটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা কার প্রতি? সেই সংগঠনের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তির প্রতি। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি, সংগঠনের দলমত নির্বিশেষে সমস্ত অনুরাগীদের প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থান রক্ষা করার দায়বদ্ধতা রাখতেই হবে। এমন কোনও কাজ হওয়া উচিত নয় যে বিতর্ক তৈরি হতে পারে। তাই কোনও কারণে কোনও প্রয়োজনেই কোনও রাজনৈতিক দলকে নিয়ে প্রশংসা করাটা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। এমন কাজের থেকে দুরত্ব রাখাটা অনেকে বেশি বাঞ্ছনীয়, বিতর্ক তৈরি করার চাইতে। সাধু মহারাজরা প্রণম্য, তারমানেই এই নয় যে তাঁরা ভুল করেন না। তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ সবিনয় নিবেদন, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতি আপামর জনসাধারণের যে অবিমিশ্র শ্রদ্ধা রয়েছে, সেটাকে গুরুত্ব দিন। মানুষ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে শ্রদ্ধা করে তার কারণ এতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘোলা জল থেকে মঠ ও মিশন আলোকবর্ষ দুরত্ব বজায় রেখেছে। স্বামী বিবেকানন্দ কোনওবাবেই সমসাময়িক রাজনীতিকে বেলুড় মঠে কোনওভাবে স্থান দেননি। মনে রাখা দরকার, একই কারণে বেলুড় মঠে যাতে রাজনৈতিক চর্চা না হয় ও প্রশাসনিক হয়রানি থেকে মঠ যাতে মুক্ত থাকে এবং জনমানসে মঠকে বিতর্কের উর্ধ্বে রাখতে স্বামীজির মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নিবেদিতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে। বর্তমান কর্তৃপক্ষেরও উচিত এই সময় দেশে যে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে নানা ইস্যুতে, তা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতানেত্রীর কাজকর্ম নিয়ে কোনওরকম মন্তব্য না করা।

অথচ তা হলো না। কলকাতা সফরে এসে বেলুড়েই রাত কাটালেন মোদি। পরিন রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি মহারাজ বলেই বসলেন,দেশের অন্যতম সেরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রামকৃষ্ণ মিশন কোনও দলবা তার নেতাকে এনডোর্স করছে, এটা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ দর্শনে ভাবা যায় না। তারপর সাধু মহারাজরা তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সেলফি তোলা শুরু করে দিলেন। হায়, ক্ষমতার কাছে একি নতজানু আধ্যাত্মিক চেতনা।

এরপরই বিতর্খ জারি হয়ে গেল। ফেসবুক থেকে শুরু করে সর্বত্র আলোচনা, নরেন্দ্র মোদি কি সত্যিই সেরা প্রধানমন্ত্রীদের অন্যতম, নাকি প্রধানমন্ত্রীকে তুষ্ট করা খুব প্রয়োজন হয়ে পনেছে মহারাজদের। এভাবে জসাধারণকে জানিয়ে সাফাই এবং ভোটের কঠিন যুদ্ধে পাশে থাকার বার্তা দেওয়া।

যদি ভেবে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে, কোনও সাধু যতই রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলুক, তাতে কোনও সমস্যা হয় না, যখন মঠ কর্তৃপক্ষ কোনও বিবৃতি বা মন্তব্য করে বসে সমস্যাটা সেখান থেকে শুরু হয়। রাজনৈতিক অবস্থান নেওয়াটা তখন স্পষ্ট হয়ে যায়, যেটা কখনওই রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা নয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উত্তরাধিকা কেবলমাত্র সাধুদের নয়, অগণিত ভক্তকুলেরও। তাদের মধ্যে যদি রাজনৈতিক বিভাজন এসে পড়ে কর্তৃপক্ষের মন্তব্যকেও কেন্দ্র করে সে ক্ষেত্রেমঠ ও মিশনের আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। ইতিহাস দেখাচ্ছে ক্ষমতার রাজনীতি বহু সময়। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করেছে। ক্ষমতা ভয়ে বা মোহে শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে পনেছে ক্ষমতাসীনের লেজুড়। তাতে লাভের লাভ কিছু হয়নি, শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি তার নিজের ঐতিহ্য সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন এবং তার কার্যাবালী নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনওদিন কোনও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে কি? না। কেন হয়নি? কারণ,ডান-বাম , কংগ্রেস সিপিএম এসেব দলীয় রাজনীতির অনেক উর্ধ্বে থেকেছে স্বামীজির তৈরি এই প্রতিষ্ঠান। মঠ কর্তৃপক্ষের দিকে থেকে বর্তমান রাজ্য সরকার এবং পরবর্তীতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি নিজস্ব ঝোঁক তৈরি হয়েছে এ জাতীয় মন্তব্য করে যেটি না করাই বাঞ্ছনীয় বলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অনুরাগীরা শ্রেয় বলেমনে করে। ইন্দিরা গান্ধি যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন ভরত মহারাজ ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট মহারাজের কাছে আসতে শ্রীমতী গান্ধিকে অনুমতিনিতে হতো এবং দর্শনের পরেই চলে যেতে হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষ কোনও দিন কোনও কারণে কোনও সরকারের কোনও কর্মসূচিকে বা তাদের প্রধানকে কোনওরকম প্রশংসার বিবৃতি (সার্টিপিকেট) দিতে যাননি যে সেই সরকার খুব ভালো কাজ করছে কিংবা এই প্রধানমন্ত্রী বারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। এই জাতীয় রাজনৈতির মন্তব্য বা এই ধরনের মানসিকতা মঠ বা মিশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না। তাদের মনে রাখা উচিত শ্রীরামকৃ,ণ বলে গেছেন, যত মত তত পথ। তাই সেই দিক থেকে বহুত্ববাদী দর্শনের পীঠস্থান বেলুড় মঠ। সেকানে কেবলমাত্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পরতাকাধারী কোনও এক ব্যক্তি বা দলের প্রশংসা করা হলে বেলুড় মঠই বিতর্কের মুখে পনে। এরকম প্রধানমন্ত্রী যিনি দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের নীতি নিয়ে চলেন, সেখানে তাঁকেই প্রশংসা করা মানে পাবলিক ডোমেনে রামকৃষ্ণ মিশন ও ঠাকুরের যত মত তত পথ গ্রহণযোগ্যতা হারায়। সে কথা তাঁদের ভেবে দেখবেন কি? (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে চেনার ভাষার মেরামত

রংগন চক্রবর্তী

সিএএ আর এনআরি-র বিরুদ্ধে দেশজুড়া। আন্দোলন নিয়ে আলোচনা চলছে। মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, রাস্তাঘাট সরগরম। চারদিকে যে প্রচুর মিছিল, মিটিং, অবস্থান চলছে, তাতেও আমরা নানা রকম কথা, নানা রকম স্লোগান দেখতে আর শুনতে পাচ্ছি। আমার নিজের ফেভারিট হল, রাস্তায় নাকাবন্দি করার জন্য যে ব্যারিকেড ধরনের জিনিসগুলো ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে টেনে এনে রাস্তা আটকে তার উপর লেখা-'রাস্তা বন্ধ। দেশ মেরামতের কাজ চলছে।

অ্যারিস্টটল মানুষকে 'রাজনৈতিক প্রাণী' বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রকৃতি অকারণে কিছুই করে না। মানুষই একমানত্র প্রাণী, যার ভাষা আছে। এই 'ভাষা' মানে, কেবল কণ্ঠস্বর নয়, যা সব প্রাণীর আছে, এই ভাষা মানে, শুভ-অশুভ সঠিক-বেঠিক উচ্চারণ করার শক্তি। আর এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সহমতই পরিবার বা রাষ্ট্রকে গনে তোলে। অন্য প্রাণীদের সম্পর্কে ধারণাটা হয়তো সঠিক ছিল না। কারণ, একটা সময় ছিল, যখন মানুষ নিজেকে অন্য প্রাণীর তুলনায় মহান মনে করত। এখন যেমন কিছু হিন্দু বাকি মানুষের চেয়ে উচ্চতর জাতি (প্রজাতি?) মনে করছে নিজেদের।

কণ্ঠ আর ভাষার মধ্যে তপাত থাকলেও দুটোর মধ্যেই ক্ষমতার গল্প থাকে। কাউকে ভয় দেখাতে হলে বা নিজেরা ভয় পেলে আমরা চেঁচাই। আবার এই যে ভয় দেখাতে চেঁচাই বা ভয় পেলে চেঁচাই---এ দুটো মনোবিদ্যার দিক থেকে কাছাকাছি। কারণ আমরা ভয় পাই বলেই ভয় দেখাই, আবার ভয় দেখাই মানেই ভয় পাচ্ছি। জটিল মনে হচ্ছে? আসলে নয়। চারদিকে তাকিয়ে দেখুন, মিডিয়াতে সবচেয়ে বেশি চেঁচাচ্ছে কারা? যারা ভয় দেখাচ্চে যে, 'কুকুরের মতো গুলি করে মারব', 'কুকুরের মতো গুলি করে মারব', 'পুড়িয়ে ছারখার করব', 'পাকিস্তানে/বাংলাদেশের পাঠিয়ে দেব'---তাদের গলায় আসলে ভয়ের সুর? তাই চেঁচিয়ে ক্ষমতা জাহির করা, আর কোটি কোটি টাকা খরচ করে মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়ায় মাইক বাজানো।

ভাষার সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা এত হয়েছে, তা নিয়ে তো নতুন খুব বলার নেই। দেখবেন, এই সাম্প্রদায়িক শক্তি একদিকে কীরকম মিষ্টি ভাষায় মিথ্যে কথা বলছে, আবার অন্যদিকে বয় দেখাচ্ছে। মানুষের বহুত্বকে ভাল -মন্দ, ঠিক-ভুল, ভারতীয়-অভারতীয়তে ভাগ করে ক্ষমতা তৈরি করছে, অনেক গিলছেও।

দেশজুড়ে নতুন প্রজন্ম আরমেয়েদের নেতৃত্বে আন্দোলনেরযে মূল সুর, তার ভাষাটা কিন্তু আশাপ্রদবাবে অদালা। শাহিনবাগে কেউ 'মারব', 'খুন করব' বলে চেঁচাচ্ছে না। পার্ক সার্কাসেও না। সেখানে আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস আর প্রতিজ্ঞার গান বাজছে---'হাম দেখেঙ্গে'। এমনই স্থিত এই মানসিকতা যে, মৌসুমি ভৌমিক 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম'-ও গাইছেন। প্রতিবাদে। আমাদের অগভীর জঙ্গি আস্ফালনের ইতিহাস থেকে যখন তাঁকে খিস্তি করা হচ্ছে, তখন তিনি লিখছেন এক গায়কের কথা---সীতার প্রতি অবিচারকে স্বীকার করেও রাম গান গায়। এই যে জটিল বহুত্ববাদকে উদ্‌যাপন করার গল্প, যার বিরুদ্ধে আজকের কুশাসকরা আস্ফালন করছে, তার ভাষা না বুঝে কিন্তু অপশাসনের বিরুদ্ধে আরকে প্রশাসন আসে, যা আমরা বিশ্বজুড়ে দেখেছি। কেবল নাৎসিরা ইহুদিদের মারেনি, লাল রাশিয়ার জাররাও মেরেছে। নতুন ভাষা তাই আজকে শেখা জরুরি।

আশা জাগে, যখন জেএনইউ-এর রক্তাক্ত ছাত্রী বলেন, 'এই গুন্ডামির জবাব আমরা গণতান্ত্রিক পথেই দেব। বাচ্চা মেয়েটার পিচনে লাগে এক বিশাল প্রচার মেশিনারি। ছবি উলটে, সেলাই নিয়ে হাস্যকর কথা বলে ফোটোশপ করে তারা ছড়িয়ে দেয়, মাইনে পায়/ ফেসবুকে তাই নিয়ে দাপদাপি করে কিছু মানুষ। এই যে দাপাদাবি, তাতে চিৎকার শুনি, বোধের ভাষা পাই না।

বারবার ফিরে আসে কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদের তাড়িয়ে দেওয়ার গল্প। বুঝতে পারি না, কেন সেই অবিচার একটা উপত্যকার মানুষ যা দেশজুড়া সংখ্যালগুদের তাড়িয়ে দেওয়ার দাবি হয়ে ওঠে। আমি উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলে। বাড়িতে দেশভাগ নিয়ে বিশেষ আলোচনা শুনিনি। তবে জানতাম যে, ঢাকায় কোনও একটা ব্রিজের উপবে বাবা দাঙ্গাবাজদের হাতে মরতে বসেছিলেন। এপারে মুসলমান এলাকা, ওপারে হিন্দু এলাকা।

দেশজুড়ে নতুন প্রজন্ম আর মেয়েদের নেতৃত্বে আন্দোলনের যে মূল সুর, তার ভাষাটা আশাপ্রদভাবে আলাদা। শাহিনবাগে কেউ 'মারব' বলে চেঁচাচ্ছে না। পার্ক সার্কাসেও না। আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে চেনা ভাষাকে মেরামত করতে হবে।

সাইকেল থাকায় বেঁচে নিরাপদ দিকে চলে এসেছিলেন। কিন্তু তার জন্য সব মুসলমান দায়ী, শুনিনি। আমি নিশ্চিত বহু মুসলমান পরিবারে এইরকম গল্প আছে, তারা হিন্দুবিদ্বেষী নয়। উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু আশা করি না, কারণ ওরা ভয় দেখানো আর ভয় পাওয়ার রাজনীতিই করে , নানা দর্শনের কথা বললেও তাদের ঝুলিতে খুব কিছু নেই। জানি না, সাম্প্রতিকালে এই রাজনীতির সমর্থকদের মধ্যে (আমার নিজের চারপাশেও তাঁর আছেন।) যেরকম বিষ দেখি, কীরকম শরীর খারাপ লাগতে থাকে।;নতুন আন্দোলনের ভাষা আলাদা হলেও, তার সমর্থনে যাঁরা কথা বলেছেন, তাঁদের অনেকর ভাষাও কিতু কুৎসিত, হিংস্র ও পুং-আস্ফালনে বর্তি। এঁরা নিশ্চই অসাম্প্রদায়িক, এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদী হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার সাহস দেখাচ্ছেন। কিন্তু নতুন আন্দোলনের যে নতুন রাজনীতি, তার জন্য যে নতুন ভাষা আমাদের শেখা দরকার তা শেখা হয়নি। অনেক সময় অহং (মূলত পুং) সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারে চেয়েও বড় সমস্যা হল, আমরা অনেকেই ছদ্ম-বিনয়কে কেবল হিংস্রতা ঢাকার পন্থা হিসাবে ব্যবহার করি। ভিতর থেকে অ-হিংসা, আলোচনার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। সেই ভাষা জানি না। তবে শেখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। কাজটা সহজ নয়। ভাল লাগে, যখন কানহাইয়া কুমার স্বীকার করেন যে, পুরুষতান্ত্রিক ভাষার হাত থেকে তিনিও বেরানোর চেষ্টা করছেন। তিনি বুল করে বলেছিলেন যে চুড়ি পরা দুর্বলতার প্রতীক, খেন বুঝেছেন চুড়ি শক্তির প্রতীক।

সামনে খারাপ দিন আসছে। অনেক অত্যাচারের জন্য তৈরি থাকতে হবে। আজকে হিন্দু, মুসলমান, বিষমকামী, সমকামী, লিঙ্গান্তরী,নারী, পুরুষ---আমরা মিছিলে পাশে হাঁটছি। দেখে ভাল লাগছে যে, ভারতের পতাকা আজ সম্মিলিত প্রতিবাদের নিশান। কিন্তু মনে রাখতে হবে অত্যাচার যত বাড়বে, অনেক বিভাজন মনে মনে পার হতে না পারলে ঐক্য ধরে রাকা যাবে না। আর এই ঐক্যের ভাষা আমাদের অধিকাংশেরই জানা নেই। তাই নতুন রাস্তায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে চেনা ভাষাকে মেরামত করতে হবে। সে কাজ চলছে। (সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

আটক কৃত গাঁজা পুরিয়ে দিলো রাজ্য প্রশাসন। ছবি- নিজস্ব।

দিল্লি নির্বাচন : দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বিজেপির, হরি নগর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাজিন্দর

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি, এক-দফায় দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। ভোটগণনা হবে তিন দিন পর ১১ ফেব্রুয়ারি। ইতিমধ্যেই দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি। মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা। দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকায় মোট ১০ জন প্রার্থীর নাম রয়েছে। হরি নগর বিধানসভা আসনে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে তাজিন্দর পাল বাগ্গাকে।

প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, রাজৌরি গার্ডেন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন রমেশ খান্না, দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট বিধানসভা আসনের প্রার্থী হলেন মনীশ সিং, নিউ দিল্লি বিধানসভা আসনে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে সুনীল যাদবকে এবং নাঙ্গলোই জাট আসনে প্রার্থী করা হয়েছে সুমনলতা শোকীনকে। এছাড়াও কস্তুরবা নগর আসনে প্রার্থী করা হয়েছে রবীন্দ্র চৌধুরীকে, মহরৌলি আসনে বিজেপি প্রার্থী হলেন কুসুম খত্রী, কালকাজী আসনে ধর্মবীর সিং, কৃষ্ণা নগর বিধানসভা আসনে অনিল গোয়েল এবং শাহদরা আসনের বিজেপি প্রার্থী হলেন সঞ্জয় গোয়েল।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন এবার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র কাছে বড়সড় চ্যালেঞ্জ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সর্বশেষ বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র তিনটি আসনে জয়লাভ করেছিল বিজেপি। ৬৭টি আসনে জয়লাভ করে দিল্লিতে সরকার গড়েছিল আম আদমি পার্টি।

চিনের ভাইরাস ঠেকাতে ততর বাংলাদেশ, সতর্কতা জারি বিমানবন্দরে

ঢাকা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): চিনের রহস্যজনক ভাইরাস 'সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম' অথবা এসএআরএস রুখতে ততর বাংলাদেশউ এসএআরএস রুখতে সতর্কতা জারি করা হয়েছে বাংলাদেশের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেউ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে চিন থেকে বাংলাদেশে আসা প্রতিটি যাত্রীকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছেউ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চিনের ভাইরাস যাতে কোনওভাবেই বাংলাদেশে ছড়াতে না পারে সে জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছেউ চিন থেকে আসা যাত্রীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছেউ থার্মাল স্ক্যানারের ভিতর দিয়ে আসার সময় সংকেত দিলেই সেই যাত্রীকে পরীক্ষা করা হচ্ছেউ ঢাকা-চিন-ঢাকা রুটে প্রতিদিন ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স, চায়না ইস্টার্ন ও চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্সের ছ'টি বিমান যাওয়া-আসা করেউ ফলে প্রতিদিনই চিন ও বাংলাদেশে বেশ কিছু যাত্রী আসা-যাওয়া করেনউ এ সম্পর্কে চিনকেও অবহিত করা হয়েছেউইহিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি, ২৪-২৭ জানুয়ারি ভারতে আসছেন বোলসোনারো

ব্রাসিলিয়া ও নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর এম বোলসোনারো।

২০২০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে দেখা যাবে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকেউ ৭১ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার আগামী ২৪-২৭ জানুয়ারি ভারতের সফরে আসছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর এম বোলসোনারোউ

ব্রাজিলে একাদশম ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠক করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর এম বোলসোনারোউ তখনই ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মোদীউ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছিলেন তিনিউ সেই মতো ২৪-২৭ জানুয়ারি ভারত সফরে আসছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট

কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে রমেশ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের খুব বেশি দিন আর বাকি নেই। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ, তার আগে আরও দু-দফা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস। সোমবার রাতে ও মঙ্গলবার সকালে প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায়, যথাক্রমে ৭ জন ও ৫ জন প্রার্থীর নাম রয়েছে। সোমবার রাতে প্রকাশিত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী-নিউ দিল্লি বিধানসভা আসনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে কংগ্রেসের রমেশ সভরওয়ালকে। বাকি ৬ জন কংগ্রেস প্রার্থী হলেন-তিলক নগর বিধানসভা আসনের প্রার্থী এস রমিন্দর সিং বামরাহ, রাজেন্দর নগর বিধানসভা আসনের প্রার্থী রকি তুসীদ, বদরপুর বিধানসভা আসনে প্রার্থী প্রমোদ কুমার যাদব, কোন্ডলি-এসসি বিধানসভা আসনে প্রার্থী করা হয়েছে অমরীশ গৌতমকে, ঘোন্ডা আসনে ভিশম শর্মা এবং কারাওয়াল নগর আসনের প্রার্থী হলেন অরবিন্দ সিং।

এরপর মঙ্গলবার সকালে আরও একটি প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস নির্বাচন কমিটি। মঙ্গলবার সকালে প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় মোট ৫ জন প্রার্থীর নাম রয়েছে। মাদিপুর-এসসি আসনে প্রার্থী করা হয়েছে জয়প্রকাশ পানওয়ারকে, বিকাশপুরী আসনের কংগ্রেস প্রার্থী হলেন মুকেশ শর্মা, বিজওয়াশান আসনের প্রার্থী করা হয়েছে পারভীন রানাকে, মেহরৌলি আসনে মোহিন্দর চৌধুরী এবং ওখলা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী হলেন পারভেজ হাসমি।প্রসঙ্গত, প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক অমরীশ গৌতম এবং ভিশম শর্মা সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে তাঁদেরকেও টিকিট দিয়েছে কংগ্রেস।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

এগরায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা স্করপিও গাড়ির, মৃত্যু ২ জনের

এগরা (পূর্ব মেদিনীপুর), ২১ জানুয়ারি (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সিমেন্টবোঝাই ট্রাকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল একটি স্করপিও গাড়ি।

সোমবার গভীর রাতের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ২ জনউ এছাড়াও আরও ২ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এগরা থানার অন্তর্গত জুমকী বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-সন্দীপ পাড়ি (৩০) এবং সঞ্জয় সোম (৩২)। সন্দীপ কলকাতা আর্মড ফোর্স-এর ৪ নম্বর ব্যাটেলিয়নে কর্মরত ছিলেনউ উভয়ের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ের বেনডিহা গ্রামে।

গুরুতর আহত হয়েছেন অলক কোনারক এবং স্বপন দাসউ আহত অবস্থায় ২ জনকে উদ্ধার করে প্রথমে এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অলোক বর্তমানে এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন। স্বপনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে এগরা থানার অন্তর্গত জুমকী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাস্তার দাঁড়িয়ে থাকা সিমেন্টবোঝাই ট্রাকে ধাক্কা মারে একটি স্করপিও গাড়ি। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২ জনের। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্রুত ছুটে আসে এগরার নেগুয়া পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, খড়গপুর থেকে দিঘার দিকে যাচ্ছিল স্করপিও গাড়িটিউ চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণে ট্রাকের ধাক্কা মারে গাড়িটি। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত : নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি ও কাঠমাণ্ডু, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): প্রতিবেশী বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজতর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারতউ সড়ক, রেল এবং ট্রান্সমিশন লাইনের মতো বেশ কয়েকটি আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগ প্রজেক্টের উপর কাজ করছে ভারত ও নেপালউ মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত যোগবানি-বিরাটনগর-এ দ্বিতীয় ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি)-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার পর এমনই মন্তব্য করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ এদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি যৌথভাবে যোগবানি-বিরাটনগর-এ দ্বিতীয় ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি)-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেনউএদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'ব্যবসা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রভৃতির স্বার্থে ভারতের সমস্ত বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজতর করার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারতউ' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'সড়ক, রেল এবং ট্রান্সমিশন লাইনের মতো বেশ কয়েকটি আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগ প্রজেক্টের উপরও কাজ করছে ভারত ও নেপালউ উভয় দেশের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টগুলি পারস্পরিক বাণিজ্য এবং যাতায়াতের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সহায়তা করছেউ'নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি বলেছেন, 'উভয় দেশের স্বার্থে আটকে থাকা সমস্ত ইস্যু সমাধানের জন্য আলোচনা করার সময় এসেছেউ উভয় দেশে স্থিতিশীল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারই সুবিধাজনক সময়উ ভারত সরকারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেপাল সরকার

মেটালি বাজারে তাণ্ডব দুষ্কৃতীদের, গ্রেফতার ১

মেটেলি, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি বাজারে তাণ্ডব চালাল দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার ভোররাতে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। এদিকে এই ঘটনায় এদিন থানায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। প্রতিবাদে এদিন মেটেলি বাজারে বন্ধ ডাকা হয়। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেটেলি থানার পুলিশ।

এদিন ভোররাতে স্থানীয়রা দেখেন বাজারে দোকান ও গাড়ি জ্বলছে। এরপরই স্থানীয়রা আগুন নেভাতে তৎপর হন। খবর পেয়ে মালবাজার থেকে দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অনেকের অনুমান শান্তিপূর্ণ মেটেলিকে অশান্ত করতেই এমন ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে ও দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে এদিন মেটেলি থানায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে এদিন সকালে মেটেলিতে যান জেলা পরিষদ সদস্যা আশ্রিতা লাকরা মুণ্ডা, প্রাক্তন বিধায়ক জোসেফ মুণ্ডা, সমাজসেবী আশিষ কুণ্ডু, দীপক ভুজেল প্রমুখ। সকলেই ঘটনার নিন্দা করেন এবং দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানান। পরে ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীকে নিয়ে মেটেলি থানায় একটি বৈঠক ডাকা হয়। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি থমথমে রয়েছে। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে এমন ঘটনা ঘটাল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাওড়ায় খুন তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি

হাওড়া, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : হাওড়ার বাগনানে খুন তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গুলি করে তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। মঙ্গলবার সকালে কড়িয়ার বড়পোল এলাকার রাস্তার ধার থেকে উদ্ধার হয় রক্তাক্ত দেহ। শেখ আসাদুল রহমান বাগনান এলাকার তৃণমূল নেতা। তাঁর মৃত্যুতে এদিন সকাল থেকে এলাকায় ছড়িয়েছে উত্তেজনা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ। ঘটনায় গ্রেফতার হয়নি কোনও দুষ্কৃতীরা।

আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের বাগনানের বাইনান অঞ্চলে তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি ছিলেন শেখ আসাদুল রহমান। সভাপতির পদ থেকে সরে যাওয়ার পর এলাকায় সক্রিয় নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভোরে আসাদুলকে ফোন করে কেউ বা কারা ডেকে পাঠায়। তারপর সাইকেল নিয়ে তিনি খাজুরডি দক্ষিণপাড়া এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

পুলিশ সূত্রে খবর, সাইকেলে যাওয়ার সময়েই আসাদুলকে দুষ্কৃতীরা ঘিরে ধরে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এদিন সকালে কড়িয়ার বড়পোল এলাকার রাস্তার ধার থেকে উদ্ধার হয় রক্তাক্ত দেহ।

আসাদুলের খুনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দোষীদের খুঁজে বের করে দ্রুত গ্রেফতারির দাবিতে চার ঘণ্টা

ছয়ের পাতায়

সুরাটে রঘুবীর মার্কেটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, হতাহতের খবর নেই

সুরাট (গুজরাট), ২১ জানুয়ারি (হি.স.): গুজরাটের সুরাট শহরে ১০-তলা রঘুবীর মার্কেট কমপ্লেক্সে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। মঙ্গলবার ভোররাতে সুরাট শহরের সারোলি এলাকায় অবস্থিত টেক্সটাইল মার্কেট রঘুবীর মার্কেট কমপ্লেক্সে ভয়াবহ আগুন লাগে। বিধ্বংসী আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে মার্কেট কমপ্লেক্সে অবস্থিত একাধিক দোকান। তবে, হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুন।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, মঙ্গলবার ভোররাতে সুরাট শহরের সারোলি এলাকায় অবস্থিত টেক্সটাইল মার্কেট রঘুবীর মার্কেট কমপ্লেক্সে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ৬০টি। ততক্ষনে আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় একাধিক দোকান। রঘুবীর মার্কেট কমপ্লেক্সের সর্বত্র কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ল্যাডারের সাহায্যে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালান দমকল কর্মীরা। দমকল কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আয়ত্তে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

গঙ্গারামপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

গঙ্গারামপুর, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত গোচিয়ারের হিমঘর এলাকা সংলগ্ন ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। দুর্ঘটনাটি ঘটে সোমবার গভীর রাতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। মৃতের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে।

স্থানীয় এবং ব্যবসায়ীরা জানান, সোমবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে তাঁরা ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় পিষে যাওয়া ওই দেহটি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশের অনুমান, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। স্থানীয়দের দাবি, অতিরিক্ত কুয়াশা এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকায় পথবাতি না থাকার কারণে, এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। ঘটনায় এদিন পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার তদন্ত করছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

রাশিয়ায় এক-তলা কাঠের বাড়িতে আগুন, মৃত্যু ১১ জনের

মস্কো, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): রাশিয়ার তোমস্ক অঞ্চলে এক-তলা কাঠের বাড়িতে আগুন লেগে প্রাণ হারালেন ১১ জনউ তোমস্ক অঞ্চলের পৃচুলিমস্কি গ্রামের ঘটনাউ মঙ্গলবার রাশিয়ার জরুরিকালীন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাশিয়ার সময় অনুয়ায়ী মঙ্গলবার ভোরে তোমস্ক অঞ্চলের পৃচুলিমস্কি গ্রামে অবস্থিত একটি এক-তলা কাঠের বাড়িতে আগুন লাগেউ দু'জন প্রাণে বাঁচলেও, অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনেরউ ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট হয়ে এবং আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনেরউ

রাশিয়ার জরুরিকালীন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মস্কোর সময় অনুযায়ী (৪.৩০ জিএমটি) সকাল ৭.০৩ মিনিট নাগাদ কাঠের বাড়ি থেকে ১১টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছেউ আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছেউ ওই কাঠের বাড়িতে কীভাবে আগুন লাগল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে

পাইকপাড়ায় ২৫ কেজিরও বেশি হেরোইন উদ্ধার, গ্রেফতার দু'জন পাচারকারী

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): ফের বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)উ পাইকপাড়ায় ১০০ কোটি টাকার হেরোইন-সহ ভিন রাজ্যের দু'জন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ-এর সন্ত্রাসদমন শাখাউ ধৃত মাদক কারবারিদের নাম হল-জুবের (৪০) এবং মৌলানা ফয়জুদ্দিনউ জুবের উত্তর প্রদেশের বাসিন্দাউ তার সঙ্গী মৌলানা ফয়জুদ্দিনের বাড়ি উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুরেউ ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ২৫.২৫৫ কিলোগ্রাম হেরোইনউ উদ্ধার হওয়া হেরোইনের মূল্য আনুমানিক ১০০ কোটি টাকা অথবা তার থেকেও বেশিউ

গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে টালা থানার অন্তর্গত পাইকপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)উ একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় উত্তর প্রদেশ এবং মণিপুরের বাসিন্দা দু'জন মাদক কারবারিকেউ তাদের সঙ্গে থাকা জিনিসপত্র ঘেঁটে ২৫.২৫৫ কিলোগ্রাম উদ্ধার করেছে এটিএসউ ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছেউ এসটিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কলকাতা তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গ এমনকি উত্তর-পূর্বে সাম্প্রতিককালে এত পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার করা হয়নি

আমেঠিতে জিপ-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত্যু ৫ জনের

আমেঠি (উত্তর প্রদেশ), ২১ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আমেঠি জেলায় যাত্রীবাহী বোলেরো গাড়ি এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৫ জনউ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন একজনউ সোমবার গভীর রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আমেঠি জেলার বারামাসির কাছে গৌরীগঞ্জ সড়কেউ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিউ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ

মঙ্গলবার সকালে সার্কেল অফিসার (আমেঠি) পীযূষ কান্ত রাই জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে বারামাসির কাছে গৌরীগঞ্জ সড়কে যাত্রীবাহী একটি বোলেরো গাড়ি এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়উ সংঘর্ষের অভিঘাতে গাড়িটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়উ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনেরউ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করে লখনউয়ের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছেউ ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে পুলিশউ তবে, চালক পলাতক

ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট আপাতত বিশ বাঁও জলে

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : আমি নিজে পড়ে বুঝতে পারলে তবেই সাধারণ মানুষের কাছে নয়া পুরকরের আবেদনপত্র দেওয়ার নির্দেশ দেব। এই মন্তব্য করলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সব মিলিয়ে এই পদ্ধতির সুষ্ঠু রূপায়ণের ভাবনা আপাতত বিশ বাঁও জলে বলে মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

প্রায় তিন বছর আগে ২০১৭-র ১ এপ্রিল শোভন চট্টোপাধ্যায় পুরসভার মেয়র থাকাকালীন চালু হয়েছিল নয়া করপদ্ধতি ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট। প্রায় এক দশক বিভিন্ন স্তরে আলোচনা ও সমীক্ষার পর এটা চালু হয়। সাত রকম সম্পত্তি ভাগ করে শহরের ২৯৮টি ব্লকে এটি

গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আফগান ছাত্রকে ছুরির কোপ, গ্রেফতার অভিযুক্ত

পানাজি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দুষ্কৃতীদের ছুরিকাঘাতে গুরুতর জখম হলেন একজন আফগান ছাত্রউ আক্রান্ত ওই আফগান ছাত্র গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরই পড়ুয়াউ সোমবার দুপুরে গোয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কাছে ডোনা পাউলা এলাকায় ওই আফগান ছাত্রকে ছুরির কোপ মারে একদল যুবকউ এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পানাজি পুলিশউ ধৃতের নাম হল-সতীশ নীলকান্তেউ তার বাড়ি মহারাষ্ট্রেউ

আক্রান্ত আফগান ছাত্রের নাম-মতিহুল্লাহ আরিয়া (২৪)উ গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গোয়া বিজনেস স্কুলে এম.কম-এর ছাত্র মতিহুল্লাহউ সোমবার দুপুরে গোয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কাছে ডোনা পাউলা এলাকায় মতিহুল্লাহকে ছুরির কোপ মারে একদল যুবকউ রক্তাক্ত অবস্থায় মতিহুল্লাহকে ডোনা পাউলার একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়উ এই ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ জানান গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেন স্টুডেন্টস ডিরেক্টর রাহুল ত্রিপাঠিউ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশউ ঠিক কী কারণে এই হামলা, তা নিয়ে ধন্দে রয়েছেন তদন্তকারীরা

মঙ্গলবার পকসো আইনের উপর আয়োজিত সেমিনারে রাজ্যপাল। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

রগরগে" ছবিতে কাজ করেছি বাধ্য হয়ে জীবনের কঠিন সত্য সামনে আনলেন কঙ্গনা

দ্য ওয়াল ব্যুরো: কেরিয়ারের শুরুতে অনেক কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। এমন অনেক ছবি করতে হয়েছে যা করতে মন সায় দেয়নি। তবু করেছেন অর্থের জন্য। কারণ, তখন অনেক অর্থের দরকার ছিল। বোনের চিকিতসাই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। এক সাক্ষাতকারে এমনটাই বলেছেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। "কুইন" অথবা "তন্নু ওয়েডস মনু"-র মতো ছবি রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। শীঘ্রই তাঁর অভিনীত ছবি "পাঙ্গা"মুক্তি পেতে চলেছে। ওই ছবিতে এক মহিলা কাবাডি খেলোয়াড়ের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। কিন্তু কেরিয়ারের একেবারে শুরুর দিকে তাঁকে এমন কিছু ছবি করতে হয়েছে যেগুলিকে কঙ্গনা সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাতকারে "ট্যাকি" বা রগরগে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মন না চাইলেও এমন সব ছবিতে কাজ করেছেন তিনি? উত্তরে কঙ্গনা জানিয়েছেন, বোন রঙ্গোলির চিকিতসার জন্যই ওই ছবিগুলি তাঁকে করতে হয়েছিল। তাঁর বোনের কথা কারও আজনা নয়। দুই বোন কঙ্গনা রানাউত ও রঙ্গোলি চান্দেল। সব সময়ে একে অপরের পাশে থাকেন। এই নিবিড় সম্পর্ক সেই ছেলেবেলা থেকে। এটা হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে, কঙ্গনার বোন রঙ্গোলি অত্যন্ত অল্প বয়সে অ্যাসিড আক্রান্ত হয়েছিলেন। আর তার পর থেকেই বোনের চিকিতসা ধ্যানজ্ঞান হয়ে যায় অভিনেত্রী দিদি কঙ্গনার। রঙ্গোলিকে যাতে সব থেকে ভালো চিকিতসা দেওয়া যায়, তার জন্য কঙ্গনা অনেক কষ্ট করেছেনষ আর সেই কষ্টের কথাই সম্প্রতি জানিয়েছেন মুম্বই মিরর-কে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে। কঙ্গনা বলেছেন, "মাত্র ১৯ বছর বয়সে সবে কেরিয়ার শুরু করতে চলেছি, তখনই অ্যাসিড আক্রমণে ঘটনা। শুরু হয় এক কঠিন সংগ্রাম। তখন আমার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। সেই সময়ে আমার চারপাশে থাকা সমবয়সী মেয়েরা, খারাপ খাবার নিয়ে কিংবা চুল ঘেঁটে গেলে ডিপ্রেসড থাকত।আর আমি তখন একটা সত্যিকারের লড়াইয়ে নেমেছি। এক কোণায় বসে চোখের জল ফেলার সময়ও ছিল না। ওই সময়ে আমাকে রগরগে ছবি করতে হয়েছে, এমন চরিত্রে কাজ করতে হয়েছে যে চরিত্রগুলো ডিজার্ভ করে না। এমনকী গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্সের কাজও নিতে হয়েছে। সবই করেছি যাতে বোনের জন্য দেশের সেরা সার্জনদের কাছে যেতে পারি। মোট ৫৪টা সার্জারি হয়েছিল রঙ্গোলির।" রঙ্গোলির এই ব্যয়বহুল চিকিতসার জন্যে লড়াইয়ের পথটা সহজ ছিল না। তার জন্য অনেক এমন পথেও চলতে হয়েছে যা সুখকর ছিল না বলেও ওই সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন কঙ্গনা। বলেছেন, খারাপ সঙ্গও মেনে নিতে হয়েছে অনেক সময়ে। তিনি বলেন, "ওই সময়টা আমি একা থাকায় কিছু মানুষ তার সুযোগ নিয়েছে। সে সব কথা তো বাবা-মাকেও আমি বলতে পারিনি। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে মানুষ হিসেবে পোক্ত করেছে। কিন্তু আমার সঙ্গে যা যা ঘটেছে, আমি কখনোই চাইব না আমার ছেলেমেয়েকে এমন চূড়ান্ত প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হোক। ওদের জন্য আমি থাকব সব সময়ে।"

এবার হলিউডে চোখ আলিয়ার

হলিউডের মঞ্চে এর আগে বলিউডের অনেককেই অভিনয় করতে দেখা গেছে। এ তালিকায় ছিলেন ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, দীপিকা পাড়ুকোনরা। এবার হলিউডের মঞ্চে দেখা যেতে পারে "হাইওয়ে" খ্যাত অভিনেত্রী আলিয়া ভাটকে।এখন সিনেমা নিয়ে বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। তবে এই ব্যস্ততার মধ্যেই আলিয়াকে দেখা গেলো হলিউডের রাস্তায়। সম্প্রতি তার ইনস্টাগ্রামে লস অ্যাঞ্জেলেসের ছুটি কাটানোর মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেছেন। সঙ্গে আছেন অঙ্কশা রঞ্জন।অল্প বয়সে বলিউডের জগতে পা রাখলেও, আলিয়ার অভিনয় দক্ষতা আজ তাকে বলিউডের অন্যতম তারকায় পরিণত করেছে। সামনের বছরে মুক্তি পেতে চলেছে, আলিয়া অভিনীত "ব্রহ্মাস্ত্র", তবে সম্প্রতি আলিয়ার কিছু ফটোশুটের ছবি ভাইরাল হয়েছে ইন্সটাগ্রামে। জলের তলায় আলিয়ার এই ছবি উষ্ণতা ছড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

রণবীর কাপুরের বিষয়ে আজও একইভাবে আবেগপ্রবণ দীপিকা

মুম্বই : রণবীর কাপুর হয়ে রণবীর সিং - দীপিকা পাড়ুকোনের জীবনে এই দুই রণবীরের উপস্থিতিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক আর একজন বর্তমান স্বামী। রণবীর কাপুরের সঙ্গে প্রেমে থাকার সম্পর্ক অনেকদিন আগেই চুকেছে। রণবীর সিংয়ের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করার পর আজ তিনি তাঁর ঘরণী। দু"জনের দাম্পত্যের সুন্দর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে এখন সকলের ঘরে ঘরে।তাঁদের ভালোবাসার ঘর থেকে তরুণ সম্প্রদায় প্রেম করতে -ঘর বাঁধতে শিখছে। কিন্তু নিজের পুরনো প্রেমকে কী পুরো ভুলিয়ে দিতে পেরেছেন দীপিকা। তাঁর সাম্প্রতিক এক কমেন্টে বলিউডে ঝড়। তিনি একটি রিয়েলিটি শো -তে বিশেষ বিচারক হিসেবে এসেছিলেন। সেখানেই একজন ইয়ে জাওয়ানি হ্যায় দিওয়ানির একটি গান গান। এই গান শুনেই আবেগে ভেসে যান তিনি।

প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে ব্রেকআপের পরে এই সিনেমায় আবার একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন দু"জন। নিজের লাভলাইফ নিয়ে সবসময়েই ওপেন দীপিকা। রণবীর কাপুরের সঙ্গে প্রেমে থাকাকালীন তিনি যখন টের পান রণবীর তাঁকে ঠকাচ্ছেন তখনই তিনি সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তারপরেই জানিয়েছিলেন যাঁর -তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করেন না তিনি, যখন একটি মানসিকভাবে একটি সম্পর্কে থাকেন তখনই তিনি নিজের শরীর সেখানে দিতে পারেন। রণবীর তাঁকে ঠকানোয় মুহূর্তও দেরি করেননি সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে।তবে সেই প্রেমিকের বিশেষ কিছু জিনিস যে এখনও তাঁর ভিতরে রয়েছে তা নিজের আরও একবার পরিষ্কার করে দিলেন তিনি। জানিয়ে দিয়েছেন এই গানটি তাঁর হৃদয়ের একেবারে বিশেষ জায়গায় আছে।আর এই গানটি শুনলে নিজের আবেগের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন না।এদিকে রণবীর এখন ক্যাটরিনা হয়ে আলিয়ার সঙ্গে রয়েছেন। তাঁর বাকি সম্পর্কগুলোর মতোই এটাতেই গুঞ্জন এবার বিয়ে হবে... রণবীর আছেন নিজের মতো আর আবেগপ্রবণ দীপিকা নিজের প্রতিটা সম্পর্ককেই দেন নিজের জায়গা। তিনি জানিয়েছেন ," এটা কখনও সখনও ঘটে যে সেটা এত গভীরভাবে হৃদয় ছুঁয়ে যায় যা মুখে বলা যায় না। এটাকে ঠিক ব্যক্তও করা যায় না। এটা আমার স্মৃতিতে সবসময়ের জন্য থাকবে। "তিনি যখন এই কথা বলেন তখন তাঁর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলেন নেহা কক্কর ও বিশাল। তবে দীপিকা -র সাহস নিয়ে তো কোনও কথা নেই। এবারেও তিনি প্রমাণ করলেন দিওয়ানি মস্তানি হয়ে যান।

"ব্রিটিশরা যতদিন আসেনি ততদিন ভারত বলে কোনও ধারণা ছিল না" বিতর্কে ছোটে নবাব

নজরবন্দি ব্যুরো : এবার ছোটে নবাব কটাক্ষের মুখে। তাঁর নতুন ছবি তানাজি সাফল্য নিয়ে খুবই আনন্দে ছবির গোটা টিম অজয় দেবগণ, কাজল, সাইফ আলি খান থেকে শুরু করে বাকিরা। এর মধ্যেই একটি কথার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের মুখে পড়লেন সাইফ আলি খান।সম্প্রতি ছোটে নবাব একটি সাক্ষাতকারে বলেন, ব্রিটিশরা যতদিন আসেনি ততদিন ভারত বলে কোনও ধারণা ছিল না। অন্যদিকে তাঁর অভিনীত ও ওম রাউত পরিচালিত ছবি তানাজি বক্স অফিসে ১৫০ কোটি পেরিয়ে গেছে। এখনো চলছে তানাজির মার্কেট। এরই মধ্যে সাইফের ওই সাক্ষাতকারে উক্তিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছে।সেই ভিডিও টিকে পোস্ট করেই চলেছে একের পর এক সমালোচকেরা। লেখক, পরিচালক বিবেকরঞ্জন অগ্নিহোত্রী তাঁর ওই উক্তির অংশটি তুলে টুইট করেন এবং সাইফের পাশাপাশি যিনি সাক্ষাতকার নিচ্ছিলেন সেই ফিল্ম সমালোচক অনুপমা চোপড়ার ও সমালচনা করেন। লেখক তারেখ ফতেহ সায়েফ কে কটাক্ষ করে মন্তব্য করেন উনি একজন ইতিহাসবিদ শেষবার তিনি কি তাঁর ছেলের নাম তৈমুর রাখার সময়ে ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলেন।

এছাড়া ও বহু মানুষ টুইটারে ছোটে নাবাব কে টুইট করে সমালচনা করেছেন।সম্প্রতি জনপ্রিয় এক চ্যাট শোয়ে এসে নিজের দেশ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে ব্যাপক ট্রোলিংয়ের শিকার হতে হল সইফ আলি খানকে। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ওম রাউত পরিচালিত সইফ আলি খান, অজয় দেবগণ, কাজল অভিনীত ছবি "তানাজি: দ্য আনসাং ওয়ারিওর"। ছবিতে উদয়ভান সিং রাঠৌরের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে সইফকে। সইফের অভিনয়ও দারুণ প্রশংসিত হয়েছে। মাত্র ১০ দিনেই ১৫০ কোটির ব্যবসা করেছে তানহাজি।সেই ছবি নিয়েই স্পেশ্যাল আড্ডায় বসেছিলেন সইফ। "ফিল্ম কম্পানিয়ন"-এর অনুপমা চোপড়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই বেফাঁস মন্তব্য করে বসেন নায়ক।সাক্ষাতকারে তাঁকে ছবির বিতর্কিত গল্প নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। সইফ জবাব দেন, ""আমি শুধুমাত্র চরিত্রটা করা নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিত ছিলাম। কারণ চরিত্র হিসেবে সেটা দারুণ ছিল। তবে লোকে যদি বলে এটাই ইতিহাস, তাহলে সেটা ভুল হবে। কারণ আমি জানি ইতিহাসটা কী ? ব্রিটিশরা আসার আগে ভারত বলে কোনও কনসেপ্টই ছিল না।""আর এতেই বেজায় চটেছেন নেটিজেনরা। ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। পুরনো ভারতের মানচিত্র পোস্ট করে সইফকে জবাবও দিয়েছেন তাঁরা।

আপনার হাতের রেখায় কি ইংরেজি এম অক্ষর রয়েছে?

কখনও কি খেয়াল করে দেখেছেন আপনার হাতে ঞ আছে কি না? যদি থাকে, নিশ্চিতভাবেই আপনি স্পেশাল। হ্যাঁ, ঠিক এমনটাই মনে করেন জ্যোতিষীরা।জ্যোতিষশাস্ত্র বলে, কোনও পুরুষের হাতে ঞ থাকলে, তিনি অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিমান। আপনার যদি তেমন থাকে তবে জানবেন আপনি অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। শুধু চাকরি নয়, যে কোনও উদ্যোগ নিলেই আপনি সাফল্য পাবেন।অংশীদারি ব্যবসাতেও আপনি ভাল শুধু নয়, অসাধারণ। কোনও মেয়ে যদি আপনার প্রেমে পড়েন, তবে সম্পর্কের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা থাকে না। আপনারা কখনওই কাউকে প্রতারিত করেন না। চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায়।আরও জেনে রাখুনমহিলাদের হাতে যদি ঞ থাকে তবে, তিনি পুরুষের থেকেও ক্ষমতাশালী হতে পারেন। যদি প্রেমিক, প্রেমিকা দু"জনের হাতেই ঞ থাকে সেটা রাজযোটক। তবে সে ক্ষেত্রেও সাফল্যের দিক থেকে মেয়েটিই এগিয়ে থাকবে।হাতের তালুতে ঞ থাকা ছেলে বা মেয়ে যে কেউ-ই যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। সাফল্যের জন্য নিজের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও এঁরা করতে পারেন।সুতরাং, হাতে যদি ঞথাকে তবে নিশ্চিতে এগিয়ে যান। নিজের উপরে আস্থা রাখুন। সাফল্য আপনার কাছে আসবেই।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের উপর ক্ষুব্ধ সোনম

বেজায় চটেছেন অভিনেত্রী সোনম কাপুর। হঠাত কে রাগিয়ে দিল নায়িকাকে? সোনমের টুইটার ফিড বলছে, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের উপর বেজায় চটেছেন। কারণ, এক মাসে তিনবার ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে যাত্রা করেছেন সোনম। তার মধ্যে দু"বার সোনমের ব্যাগ হারিয়েছে ওই বিমান সংস্থা।টুইটারে তাই সোনম লিখেছেন, "একমাসে তিন বারের মধ্যে দু"বারই ব্যাগ হারাল। কোনও দায়িত্ব নেই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের। আর কোনও দিনও এই এয়ারলাইন্সে সফর করব না।""কভি ইদ কভি দিওয়ালি", সম্প্রীতির বার্তা দিতেই নতুন ছবির ঘোষণা সলমনের !এই টুইটের পর ক্ষমা চেয়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ একটি টুইট করেছেন। টুইটে লিখেছে, "যা হয়েছে, সেটা অভিপ্রেত নয় কখনওই। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। তবে ব্যাগ হারানোর আবেদনপত্র জমা পড়ে গেলে সব সময় মতো হবে।"নম তার পর জানিয়েছেন, সমস্ত দরখাস্ত করা হয়েছে বিমানবন্দরে। এখানেই শেষ নয়। সেই টুইটার ফিডের মধ্যেই এক নেটিজেন লিখেছেন, "যেটা আমাদের কাছে স্বপ্ন, এই অভিনেত্রীদের কাছে সেটাই বিলাসিতা।" তার পর আরও রেগে যান সোনম কাপুর। সেখানে তিনি লিখেছেন, "আপনি পাগল নাকি? আমরা বিলাসিতা করতে পারি, কারণ, আমাদের বাবারা সময়মতো পরিশ্রমটা করেছিলেন।"ইতিহাস বিকৃতি ও দুর্বল চিত্রনাট্যের শিকার "তানহাজি", সইফের অভিনয়ই একমাত্র প্রাপ্তিশেষবার সোনমকে দেখা গিয়েছিল "দ্য জোয়া ফ্যাক্টর" ছবিতে।

কোন রাশির পুরুষদের প্রতি মহিলারা বেশি আকৃষ্ট

১) মিথুন রাশি : মিথুন রাশির জাতকরা নিজ গুণ ও ব্যক্তিত্বের জেরে খুব সহজেই মেয়েদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেন। মিথুন রাশির পুরুষরা সহ"জাতভাবেই খুব রোমান্টিক প্রকৃতির হয়ে থাকেন। আর এই কারণেই মহিলারা খুব সহজেই এঁদের প্রেমে পড়ে যান। মহিলাদের সঙ্গে ঠিক কীভাবে কথা বলতে হয় তা মিথুন রাশির পুরুষরা খুব ভাল করেই জানেন।২) সিংহ রাশি : সিংহ রাশির পুরুষরা সত্যিকারেরই পুরুষ সিংহ। এরা একদিকে যেমন খুব ভালো মনের মানুষ হন, তেমনই এঁরা খুবই রোমান্টিক প্রকৃতির হয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, এই রাশির পুরুষরা খুব সহজেই মেয়েদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। নিজেদের ব্যক্তিত্বের গুণেই এই রাশির পুরুষরা খুব সহজেই মেয়েদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।৩) তুলা রাশি : তুলা রাশির পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। তাঁদের কথা বলা বা অন্যের সঙ্গে মত আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে একটা নিজস্বতার ছাপ রাখেন। আর সেই কারণেই এই রাশির পুরুষের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হন মেয়েরা। শুধু তাই নয়, এই রাশির পুরুষরা নিজের জীবনের সঙ্গে সবকিছুই খুব ভালরকমভাবে ব্যালান্স করে চলতে পারেন। আর সেই কারণেই এই রাশির পুরুষরা মহিলাদের কাছে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য।

কফি দিয়ে বানিয়ে নিন ত্বকের যত্নের নানা প্যাক

কফিতে থাকা ক্যাফেইন ত্বকের যত্নে অনন্য। এছাড়া এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ত্বক টানটান ও উজ্জ্বল রাখে। ঠোঁট ফাটা রোধ করার পাশাপাশি ত্বকে জৌলুস ফেরাতে নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন কফির প্যাক।ত্বকের রন্ধ্র সংকোচন করে ত্বক টানটান রাখে কফি। এজন্য কফি দিয়ে বানিয়ে ফেলুন আইস কিউব। গরম জলে কফি মিশিয়ে ফুটিয়ে তা আইস ট্রেতে ঢেলে জমতে দিন। একটি সুতি কাপড়ে এই বরফ মুড়ে চেপে চেপে পুরো মুখে লাগান। এতে ত্বকে উজ্জ্বলতা আসবে এবং টানটান হবে ত্বক।কোমল ও মসৃণ ঠোঁটের জন্য কফি দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন লিপবাম। ১ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ২ চা চামচ কফি গুঁড়ো মিশিয়ে দুই-চারদিন রেখে দিন। একটি ডাবল বয়লার নিয়ে তাতে ১ টেবিল চামচ এই তেল এবং ২ টেবিল চামচ কোকো বাটার ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

পুরনো লিপস্টিক বা লিপবামের কৌটোয় ভরে রেখে দিন। ব্যবহার করুন ইচ্ছে মতো।চোখের ফোলা ভাব কমাতে কফি বেশ কার্যকর। ১ চা চামচ কফির সঙ্গে মিশিয়ে নিন ২ টেবিল চামচ আমন্ড তেল। এবার এই মিশ্রণ রোদে কিংবা একটু উষ্ণ জায়গায় চারদিন রেখে দিন। চিজ ক্লথ বা মসলিন কাপড়ে এই মিশ্রণ ছেঁকে নিন। এতে দুই ফোঁটা ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট মেশাতে পারেন। সিরামটি কাচের বোতলে ঢেলে রেখে দিন। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখের নীচে আঙুলের ডগা দিয়ে আলতো করে ম্যাসাজ করে লাগান।ত্বকে জমে থাকা জীবাণু ও মরা চামড়া দূর করতে সপ্তাহে দুইবার ব্যবহার করতে পারেন কফির আধা কাপ নারকেল তেলের সঙ্গে ১ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া এবং এক কাপ কফি মিশিয়ে কাচের বয়ামে রেখে দিন। প্রতিদিন ১ থেকে ২ টেবিল চামচ করে এই মিশ্রণ ত্বকে ঘষে নিন।

ফুটবল কোচের ভূমিকায় অমিতাভ প্রকাশ্যে "ঝুন্ড"-এর প্রথম ঝলক

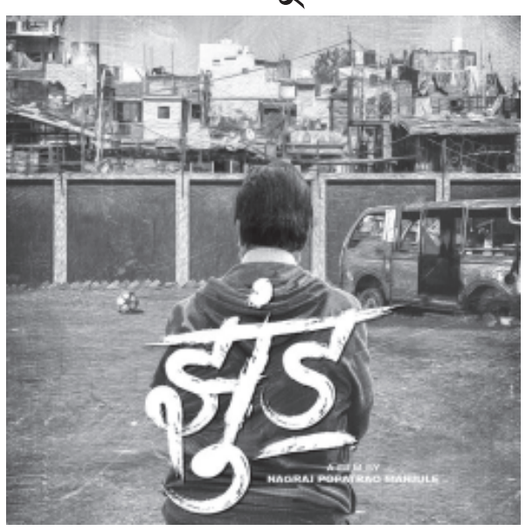

"ঝুন্ড" নিয়ে দর্শকমনে কৌতূহল চরমে। বিশেষ করে এই ছবিতে যখন রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, আগ্রহ তো থাকবেই। সোমবার মুক্তি পেয়েছিল ছবির ফার্স লুক। এবার মুক্তি পেল ছবির টিজার। যদিও টিজারে গল্প একেবারেই বলেননি পরিচালক নাগরাজ মঞ্জুলে।সোমবার ছবির যে টিজার মুক্তি পেয়েছিল, সেখানে দেখা গিয়েছে পিছন ফিরে বসে রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। টিজারেও বিশেষ কিছু বলেননি পরিচালক। টিজারে শুধু অমিতাভের গলা শোনা গিয়েছে। তিনি ঝুন্ডে বা দলবদ্ধভাবে থাকার কথা বলছেন। আর দৃশ্যায়ণে কয়েকজনকে পিছন দিক থেকে দেখানো হয়েছে। তাদের কারওর হাতে হকি স্টিক, কারওর হাতে চেন। বোঝাই যাচ্ছে টিজার বা পোস্টারে পরিচালক কোনওভাবেই গল্পের এতটুকুও ফাঁস করতে চান না।সৌমিত্রকে নিয়ে পরমব্রতর "অভিযান" শুরু ফেব্রুয়ারিতে, অভিনয়ে পাওলি-সোহিনীরাযদিও ছবির গল্প এখনও কারওর অজানা নয়। নাগপুরের বসতি থেকে উঠে এসে সকারের দুনিয়ায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন অখিলেশ পাল। হোমলেস ওয়ার্ল কাপে তিনিই ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। "ঝুন্ড" ছবির গল্প অখিলেশ পালের উপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে না ঠিকই। তবে অখিলেশ পালের কোচ বিজয় বারসের জীবন নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও ছবিতে অখিলেশের উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চপরিচালক নাগরাজ মঞ্জুলের এর আগে বানিয়েছিলেন "সৈরাট"। মারাঠিতে সুপারহিট হয়েছিল ছবিটি। এই ছবিটিই হিন্দিতে বানিয়েছিলেন করণ জেহর। নাম দিয়েছিলেন "ধড়ক"। "ঝুন্ড" ছবিটিও এর আগে মারাঠিতে বানিয়েছিলেন তিনি। এবার হিন্দি ছবিটিও তিনিই বানানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

ক্যান্সারের মোকাবেলা করবে যেসব ফল

বিশ্বব্যাপী ক্যান্সার বাড়ছে আর আগের তুলনায় এখন আরও বেশি মানুষ এই রোগে মারা যাচ্ছে। ২০১৮ সালে সারা পৃথিবীতে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৯৬ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে বছরে এক কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ মারা যাবে। তবে ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে ফিরে আসার সংখ্যাও বাড়ছে প্রতি বছর। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীরাও ক্যান্সার শনাক্ত ও চিকিতসার নতুন নতুন উদ্ভাবন নিয়ে আসছেন।

সঈফের প্রেমের প্রস্তাবে না করেছিলেন করিনা !

প্রথমে গ্রিসে এরপরে লাদাখ, পরপর দু"বার সাইফের বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন করিনা। ভালভাবে না চিনে, না জেনে তিনি কোনোভাবেই সাইফ আলি খানকে বিয়ে করতে চাননি। সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে নিজের বিয়ে নিয়ে কথা বলেছেন বেবো বেগম। তিনি বলেন, "টশন" এর শুটিংয়ের সময় সাইফকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর তাদের দু"জনের মধ্যে সখ্যতা গড়ে ওঠে। দুজনের মধ্যে সম্পর্কের সূত্রপাত হওয়ার পরই সরাসরি করিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন সাইফ আলি খান। গ্রিসে শুটিংয়ের সময় প্রথমে বেবোকে ঘরণী করার প্রস্তাব দেন তিনি। এরপর লাদাখে গিয়েও সেই একই প্রস্তাব দেন পতৌদির ছোটে নবাব। যদিও সাইফের বিয়ের প্রস্তাবে পরপর দুবারই না করে দেন করিনা। সাইফকে প্রথমে তিনি ভালভাবে চিনতে ও জানতে চান। তারপরই বিয়ের বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে চান বলে জানান কাপুর-কন্যা। করিনার না শুনেও থেমে যাননি সাইফ। এরপর ক্রমশ তার উপর দুর্বল হয়ে পড়লে, শেষে খান সাহেবকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যান বেবো বেগম।যদিও বিয়ে করলেও সাইফ কখনো করিনার কাজে বাধা দিতে পারবেন না বলে, আগে থেকেই শর্ত দেন কাপুর-কন্যা। যা শুনে এক পায়ে রাজি হয়ে যান সাইফ আলি খান।

যেখানে সালমানের চেয়ে এগিয়ে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

বলিউড সুপারস্টার সালমান খান অসংখ্য হিট ছবি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। তার জনপ্রিয়তার কথাও সবার জানা। সোশ্যাল মিডিয়াতেও বেশ সরব সাল্লু ভাই। কিন্তু অবাক হওয়ার মতো বিষয় হলো এই সময় নাকি সালমানের চেয়েও দ্বিগুণ জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। বলিউডের রথী-মহারথী সবাইকে ছাড়িয়ে এখন নাম্বার ওয়ানে অবস্থান করছেন প্রিয়াঙ্কা।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক একটি সংস্থার জরিপ বলছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রিয়াঙ্কাই সবচেয়ে সার্চড অভিনেত্রী। ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ২০ লক্ষ ৭৪ হাজার বার প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নাম সার্চ করা হয়েছে। অন্যদিকে সালমানকে ১০ লক্ষ ৮৩ হাজার বার সার্চ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সালমানের চেয়ে দ্বিগুণ খোঁজা হয়েছেন প্রিয়াঙ্কাকে।

উমাঙ্গ ২০২০-তে পোশাক নিয়ে ট্রোলের শিকার রানি মুখার্জী

মুম্বই: গত রবিবার মুম্বইতে আয়োজন করা হয়েছিল উমাঙ্গ ২০২০। এবারের অনুষ্ঠানে মুম্বই পুলিশকর্মীদের সম্মানিত করা হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও অনুষ্ঠানে বিনোদন ও গ্ল্যামারের ছটা দেখা গিয়েছে। বলিউড অনেক তারকাই তাঁদের পারফরম্যান্সের মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। একইসঙ্গে অন্যান্য তারকারাও তাঁদের উপস্থিতি দিয়ে অনুষ্ঠানের জাঁকজমক বাড়িয়েছেন। শাহরুখ খান, সলমন খান, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, মাধুরী দীক্ষিত, ক্যাটরিনা কাইফ, হৃত্বিক রোশন, ভূমি পেডনেকর, সারা আলি খান, অনন্যা পান্ডে, কার্তিক আরিয়ান সহ আরও অনেক তারকা যোগ দিয়েছিলেন উমাঙ্গ ২০২০তে। মাধুবী, জাহ্নবী কপূরের মতো সেলেবরা তাঁদের ফ্যাশন স্টেটমেন্টের মাধ্যমে নজর কেড়েছেন। আবার অনেক তারকাই দর্শক বা ফ্যাশন

নজরদারদের আকর্ষণ করতে পারেননি। এমন তারকাদের মধ্যে রয়েছেন রানী মুখার্জী। মার্দানি অভিনেত্রীর পরনে ছিল শিম্মারি ব্লেজার ও শিম্মারি প্যান্ট, সঙ্গে কালো শার্ট। ডায়েট সব্য অনুষ্ঠানে তোলা রানির ছবি শেয়ার করে লেখেন, "আপনার স্টাইলিস্টকে বরখাস্ত করুন" আর এর পরই সোশাল মিডিয়ায় রানিকে ট্রোল করতে শুরু করেন নেটিজেনদের একাংশ। "বাপ্পি লাহিড়ি ২.০" থেকে শুরু করে "পোশাক বিপর্যয়", "স্টাইলিস্টকে বরখাস্ত করুন", "নতুন স্টাইলিস্ট নিয়োগ করুন", "মাইকেল জ্যাকসন", "কী পোশাক রে বাবা"-এর মতো মন্তব্য করা হয় ওই ছবি সম্পর্কে।শার দিক থেকে রানি তাঁর প্রত্যেকটি কামব্যাক সিনেমায় পারফরম্যান্সের গ্রাফ নতুন নতুন উচ্চতায় নিয়ে চলেছেন। কিছুদিন আগে মুক্তিপ্রাপ্ত রানির সিনেমা মর্দানি ২ বক্স অফিসে বেশ সাড়া ফেলেছিল।

মঙ্গলবার শিক্ষামূলক ভ্রমণে স্কুল পড়ুয়ারা। ছবি- নিজস্ব।

অবন্তীপোরা এনকাউন্টারে নিকেশ ২ জন জঙ্গি, শহিদ সেনা জওয়ান ও এসপিও

শ্রীনগর, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাস-দমন অভিযান চালিয়ে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীঊ জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে ২ জন সন্ত্রাসবাদীঊ তবে, দুঃসংবাদ হল-জঙ্গি নিকেশ অভিযান চলাকালীন সন্ত্রাসবাদীদের পাল্টা হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জওয়ান এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল পুলিশ অফিসার (এসপিও)ঊ নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিঊ

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার সাতপোখরান খ্রেউ এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীঊ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিতিত্তে মঙ্গলবার সাতপোখরান খ্রেউ এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনীঊ গোটা এলাকা ঘিরে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় জওয়ানদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে সন্ত্রাসবাদীরাঊ জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জওয়ান এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল পুলিশ অফিসার (এসপিও)ঊ সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা পাল্টা গুলি চালালে মৃত্যু হয় ২ জন সন্ত্রাসবাদীরঊ নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিঊ

নেপালের রিসর্টে রহস্য-মৃত্যু ৮ জন ভারতীয় নাগরিকের, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

কাঠমাণ্ডু, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): সেন্ট্রাল নেপালের মাকওয়ানপুর জেলার একটি রিসর্ট রহস্যজনক মৃত্যু হল ৮ জন ভারতীয় নাগরিকেরঊ মৃত ৮ জনের মধ্যে চারটি শিশুও রয়েছেঊ প্রত্যেকের বাড়ি ভারতের কেরলেঊ মাকওয়ানপুর জেলার দমনের সিস্তানজিয়াংয়ের একটি রিসর্ট থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল ৮ জন ভারতীয় নাগরিককেঊ তাঁদের উদ্ধার করে কাঠমাণ্ডুর হামস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ কিন্তু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রত্যেককেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাঊ

পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার রাত দশটা নাগাদ রিসর্টের দু'টি রুম বুকিং করেছিলেন ১৫ জন ভারতীয় পর্যটকঊ তাঁদের মধ্যে ৮ জন (৪ জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা) একটি রুমেই ছিলেনঊ প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেনঊ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পর্যটকদের উদ্ধার করার জন্য কাঠমাণ্ডু থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে যাওয়া হয়ঊ হেলিকপ্টারে করে তাঁদের কাঠমাণ্ডুর হামস হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়ঊ কিন্তু, ৮ জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেছেন চিকিতকরাঊ মৃতদের নাম হল-প্রবীণ কুমার নায়ার (৩৯), শারণ্য (৩৪), রঞ্জিত কুমার টিবি (৩৯), ইন্দু রঞ্জিত (৩৪), শ্রী ভদ্র (৯), অভিনব সোরায়া (৯), অবি নায়ার (৭) এবং বৈষ্ণব রঞ্জিত (২)ঊ মাকওয়ানপুর থানার সুপার সুশীল সিং রাথাউর জানিয়েছেন, 'রুম গরম রাখার জন্য সম্ভবত গ্যাস হিটার ব্যবহার করেছিলেন ভারতীয় পর্যটকরাঊ এই কারণে শ্বাসকষ্টে তাঁদের মৃত্যু হয়েছেঊ তদন্ত শুরু হয়েছেঊ'

বেহালায় স্কুল বাসে আগুন

কলকাতা,২১ জানুয়ারি (হি. স):বেহালা অক্সফোর্ড মিশন মাঠের কাছে আজ মঙ্গলবার এক বেসিরকারী স্কুলবাসে আগুন লাগে ঊ ঘটনাস্থলে পৌছায় দমকলের ২টি ইঞ্জিনঊশর্ট সার্কিট থেকেই আগুল লাগে বলে ধারণা দমকলকর্মীদের ঊ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেইঊআগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায় ঊ

অক্সফোর্ড মিশন মাঠের কাছে দাঁড়িয়েছিল একটি বেসরকারি স্কুলবাসটিঊ হঠাৎ ওই বাসটিতে আগুন লাগে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, স্কুল ছুটির পর বাসে পড়ুয়ারা উঠছিল কিন্তু আগুন লাগায় তরিঘরি তাদের নামানো হয় ঊ সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় দমকলেঊ কিছুক্ষণের অপেক্ষাতেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের ২টি ইঞ্জিন ঊ দমকলকর্মীদের কথায় , বাসের ইঞ্জিন চালু থাকায় ঘটনাটি ঘটে।বাসে যখন আগুন লাগে, তখন কোনও পড়ুয়া সেখানে উপস্থিত ছিল নাঊ তবে, কি কারণে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখছে দমকলকর্মীরা

ভাটপাড়ার নতুন চেয়ারম্যান হলেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাটপাড়া, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ইচ্ছায় তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত ভাটপাড়া পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান হলেন ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন দায়িত্ব পেয়েই থমকে যাওয়া উন্নয়ন সচল করার ডাক দিলেন তিনি।

ভাটপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান পদের জন্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তিনজনের নাম পাঠানো হয়েছিল। অবশেষে চেয়ারম্যান পদের মতো গুরুত্ব দায়িত্ব দেওয়া হল বর্ষীয়ান এই তৃণমূল নেতাকে। এদিন খামবন্দি অবস্থায় পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যানের নাম আসে। খাম খোলা মাত্র দেখা যায় এলাকার কাজের মানুষ অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। থমকে যাওয়া পৌর পরিষেবা যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথে দেখানো সম্ভব, তা মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

সূত্রে খবর, ২৩ নম্বরের কাউন্সিলর সত্যেন রায় ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিমাংশু সরকার পুর প্রধান হওয়ার দৌড়ে ছিলেন। ২৩ মে অর্জুন সিং বারাকপুর লোকসভা থেকে বিজেপি সাংসদ হওয়ার পর ভাটপাড়া পৌরসভা হাতবদল হয়। নিজে চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে সেই চেয়ারে বসিয়ে এসেছিলেন ভাইপো সৌরভ সিংকে। কিন্তু হালিশহর, কাঁচরাপাড়া, গারুলিয়া, বনগাঁর মত অর্জুন-দুর্গের ভাটপারা পুরসভাও হাতে রাখতে পারল না বিজেপি। এদিন ভাটপাড়া দখলের পর নির্মল ঘোষ জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল নেতৃত্বের ওপর ভাটপাড়ার মানুষের আস্থা রাখার জন্য আমরা সকলেই তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। নাম না করে বিজেপির বিরুদ্ধে ভাটপাড়া পুরসভা দখলের পর এলাকায় সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগও তুলেছেন অরুণবাবু। তাঁর আশা, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে এবং তাঁর সহযোগিতাতেই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবে তাঁরা। উন্নয়নের মাধ্যমেই এলাকায় এতদিনের ঘটা সমস্যার সমাধান করতে পারবেন বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি।

ছয়ের পাতায়

পাহাড়ে হাঁটতে বেরিয়ে শিশুদের পোলিয় খাওয়ালেন মুখ্যমন্ত্রী, কিনে দিলেন নতুন সোয়েটারও

দার্জিলিং, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : পাহাড় সফরে চেনা ছন্দে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সাতসকালে হাঁটতে বেরিয়ে কথা বললেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঊ দার্জিলিংয়ে ম্যালে নিজের হাতে শিশুদের পোলিয় খাওয়ালেন তিনি ঊ কয়েকটি শিশুকে কিনে দিলেন নতুন সোয়েটারও ঊ

নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করে পদযাত্রা-সহ একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে সোমবার থেকে পাঁচ দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলের বিমানে বাগডোগরায় নেমে মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ির কাছে শিবমন্দিরে উত্তরবঙ্গ উৎসবের উদ্বোধন করেন। তারপর চলে যান দার্জিলিংয়ের রিচমন্ড হিলে। সেখানেই রাত্রিবাস করেন তিনি। উত্তরবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে জনসংযোগ বাড়াতে মনোযোগী হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সাতসকালে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লেন পাহাড়ের পথে। এদিন সকালে পাহাড়ে হাঁটতে বেরিয়ে রাস্তায় পথচলতি মানুষজন ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এদিকে আজ দার্জিলিং ম্যালের কাছে একটি পোলিয়ো খাওয়ানোর কর্মসুচি চলছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে কয়েকটি শিশুকে নিজে হাতে পোলিয়ো খাওয়ান তৃণমূল নেত্রী। কয়েকটি বাচ্চাকে নতুন সোয়েটারও কিনে দেন তিনি। "কাছের মানুষ" মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়ে উতসাহ ধরা পড়ে স্থানীয়দের মধ্যে।

বোমা নয়, ব্যাটারি বিস্ফোরণে কেঁপেছে সোনারির সাপেখাতি, দাবি পুলিশের

সোনারি (অসম), ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : বিকট বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠেছে চড়াইদেও জেলার সোনারির সাপেখাতি এলাকা। ঘটনার পর পরই বিস্ফোরণস্থলে সেনা ও পুলিশের আধিকারিকরা গিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। তবে বিস্ফোরণটি বোমা নয়, ব্যাটারির রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ফলে ঘটেছে, প্রাথমিক তদন্তের পর ঘোষণা করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার ভোরের দিকে আচমকা বোমা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠেছিল সোনারির সাপেখাতি চারআলি এলাকা। প্রথমে আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছে ধারণা করে এলাকায় হইচই শুরু হয়ে যায়। বোমা বিস্ফোরণের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সেনা বাহিনী এবং পুলিশের দল। তাঁরা এলাকাকে ঘিরে তদন্ত শুরু করেন।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্র জানান, জনৈক কানু পাল নামের ব্যক্তির দোকানোর সামনে এই বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিস্ফোরণে সেখানে একটি বিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়ে যায়। তবে সে সময় দোকানগুলো বন্ধ থাকায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ সুপার মিশ্র জানান, কানুবাবুর দোকানের সামনে মজুত জঞ্জালের স্তূপে একটি পরিত্যক্ত ব্যাটারি ছিল। ব্যাটারিটি অ্যাসিডে পরিপূর্ণ ছিল। তাই অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে মিথেইন গ্যাসের সৃষ্টি হয়। আর এতেই আচমকা ব্যাটারিটি বিকট শব্দ করে বিস্ফোরিত হয়। প্রাথমিকভাবে এ ঘটনাকে আইইডি বিস্ফোরণ বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু সেনা ও পুলিশ এবং বোমা বিশেষজ্ঞরা গিয়ে ঘটনার যথার্থতা উদ্ঘাটন করেছেন। তবে এখনও তদন্ত প্রক্রিয়া জারি রয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্র।

যোরহাটের বড়হোলায় এক জোতার দোকান থেকে উদ্ধার পিস্তল ও বহু গুলি, গ্রেফতার দুই

যোরহাট (অসম), ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : যোরহাট জেলার অন্তর্গত বড়হোলা চারিআলিতে এক জোতার দোকানে হানা দিয়ে অবৈধ মজুত একটি পিস্তল ও বেশ কয়েকটি সক্রিয় কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, এক নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে খোদ পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে পুলিশের এক দল বড়হোলা চারিআলির বাইজু কুমার শাহের জোতার দোকানে হানা দেয়। দোকানে তালাশি চালিয়ে একটি পিস্তল এবং ২৭ রাউন্ড সক্রিয় গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশের দল। সঙ্গে সঙ্গে দোকানের স্বত্বাধিকারী বাইজ কুমারকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশি জেরায় বাইজ জানিয়েছে, গুলি ও পিস্তলটি তার বন্ধু জনৈক চন্দন ফুকনের। চন্দন নাকি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রটি তার দোকানে রেখেছিল। তার জবানবন্দির ভিত্তিতে পুলিশ চন্দন ফুকনকেও আটক করেছে।উভয়ের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ প্রতিরোধ আইনের বলে এক মামলা রুজু করে তাদের গ্রেফতার করেছে বড়হোলা পুলিশ। চন্দন ফুকন এবং বাইজু শাহকে যোরহাটে বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে দুজনকে পাঠানো হয়েছে জেল হাজতে।

কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে রমেশ, প্রার্থী তালিকা প্রকাশ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের খুব বেশি দিন আর বাকি নেই। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ, তার আগে আরও এক-দফা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেসে। সোমবার রাতে প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় মোট ৭ জন প্রার্থীর নাম রয়েছে। নিউ দিল্লি বিধানসভা আসনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে কংগ্রেসের রমেশ সভরওয়ালকে।বাকি ৬ জন কংগ্রেস প্রার্থী হলেন-তিলক নগর বিধানসভা আসনের প্রার্থী এস রমিন্দর সিং বামরাহ, রাজেন্দর নগর বিধানসভা আসনের প্রার্থী রকি তুসীদ, বদরপুর বিধানসভা আসনে প্রার্থী প্রমোদ কুমার যাদব, কোন্ডলি-এসসি বিধানসভা আসনে প্রার্থী করা হয়েছে অমরীশ গৌতমকে, ঘোন্ডা আসনে ভিশম শর্মা এবং কারাওয়াল নগর আসনের প্রার্থী হলেন অরবিন্দ সিং। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক অমরীশ গৌতম এবং ভিশম শর্মা সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে তাঁদেরকেও টিকিট দিয়েছে কংগ্রেস।

প্রকাশ্যে এল ঝুন্ড সিনেমার টিজার

মুম্বাই , ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : অবশেষে প্রকাশ্যে এল নাগরাজ পপটলাল মঞ্জুলের বহু প্রতীক্ষিত ঝুন্ড সিনেমার টিজার। দেখাবেন। সেই বহু প্রতীক্ষিত ছবির টিজার মুক্তি পেল মঙ্গলবার। ঝুন্ড বড়পর্দায় মুক্তি পাবে চলতি বছরের ৮ মে।

বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে দর্শকদের কথা ভেবেই মারাঠিতে তৈরি করেছিলেন সইরাত ও নাল। দুটি মুভিই দর্শকমনে দাগ কেটেছিল। এবার প্রথমবার বলিউডে পা দিয়ে নিজের ম্যাজিক দেখাতে ডুব দিয়েছেন ঝুন্ড সিনেমায়। বস্তিতে বসবাসকারী এক ফুটবলারের জীবনকাহিনি নিয়ে তৈরি এই সিনেমায় প্রফেসরের ভূমিকায় রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। যিনি বিজয় বারশের প্রতিভাকে চিহ্নিত করে স্বপ্নপূরণের দিশার পথ দেখাবেন। সেই বহু প্রতীক্ষিত ছবির টিজার মুক্তি পেল মঙ্গলবার। ১ মিনিট ১২ সেকেন্ডের টিজারটি শেয়ার করেছেন অভিষেক বচ্চন। যেখানে দেখা গিয়েছে, লাঠি, চেন নিয়ে হাঁটা যুবকদের মাঝে একজন বেসবল ও ব্যাট হাতে নিয়ে রয়েছে। এবং কারোরই মুখ দেখানো হয়নি। সোমবার ছবির ফার্স্ট লুক পোস্টার শেয়ার করেন অমিতাভ বচ্চন স্বয়ং।

এআইসিএস-র উপদেষ্টা পদ থেকে বাদ শচীন ও আনন্দ

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : সর্বভারতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এআইসিএস) উপদেষ্টার পদ থেকে শচীন তেন্ডুলকর এবং বিশ্বনাথন আনন্দের নাম বাদ দেওয়া হল। উপদেষ্টা পদে নতুন সদস্য হিসেবে যুক্ত করা হলে হরভজন সিং ও প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তকে।

ভারতীয় খেলাধূলায় সার্বিক উন্নয়নের গুরুত্ব দিয়ে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সর্বানন্দ সনয়ালের আমলে ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে সর্বভারতীয় ক্রীড়া পরিষদ গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার জন্য পদাধিকার বলে এই পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন কিংবদন্তি তারকা ব্যাটসম্যান শচীন তেন্ডুলকর। পাশাপাশি কিংবদন্তি দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দও উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। গত বছর মে মাস নাগাদ উপদেষ্টা কমিটি কার্যকাল শেষ হয়ে যায়। পরিষদের নতুন কার্যকালে ২৭জনের জায়গায় ১৮জন সদস্য রাখা হয়েছে। নতুন উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন লিম্বা রাম(তিরন্দাজি), পিটি ঊষা, বাচেন্দ্রী পাল(পর্বতারোহী), দীপা মালিক(প্যারা-অলেম্পিয়ান), অঞ্জলি ভগবত(শ্যুটিং), রেনেডি সিং(ফুটবল), যোগেশ্বর দত্ত(কুস্তি)।

ছয়ের পাতায়

গুজরাট : সুরাটে রঘুবীর মার্কেটে বিধ্বংসী আগুন, হতাহতের খবর নেই

সুরাট (গুজরাট), ২১ জানুয়ারি (হি.স.): গুজরাটের সুরাট শহরে সাত-তলা রঘুবীর মার্কেট কমপ্লেক্সে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। মঙ্গলবার সকালে সুরাট শহরের সারোলি এলাকায় অবস্থিত টেক্সটাইল মার্কেট রঘুবীর মার্কেট কমপ্লেক্সে ভয়াবহ আগুন লাগে। বিধ্বংসী আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে একাধিক দোকান। তবে, হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে সুরাট শহরের সারোলি এলাকায় অবস্থিত টেক্সটাইল মার্কেট রঘুবীর মার্কেট কমপ্লেক্সে ভয়াবহ আগুন লাগে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ৬০টি। ততক্ষনে আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় একাধিক দোকান। ল্যাডারের সাহায্যে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালান দমকল কর্মীরা। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

হিমঘরের ভাড়া বাড়ানোর দাবি মালিক সংগঠনের

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি . স.) : হিমঘরের ভাড়া বাড়ানোর দাবি করল হিমঘর মালিকদের সংগঠন। মঙ্গলবার কলকাতায় রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্তর সামনেই সংগঠনেরা কর্মকর্তারা এই দাবি করেন।

তপনবাবু এদিন মঞ্চে বলেন, আলুর বাজারদর ২৪ টাকা করে কিলো। হুগলি, বর্ধমানে আলুর ফলন ভাল। কিন্তু ফড়েরাজ আলুর দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। পেঁয়াজের দাম যখন ১৫০ টাকা, তখন এর প্রায় অর্ধেক দামে সরকারি বিপনন 'সুফল বাংলা'-র মাধ্যমে বিক্রি করা সম্ভব হয়েছে। এই সব দোকান থেকে আলু বিক্রি হচ্ছে কিলোপিছু ১৬/-, ১৬/-করে। রাজ্যে ১৫০টি 'সুফল বাংলা' আছে। এটি ২০০ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। হিমঘর রয়েছে ৫৮৩। এর মধ্যে চলছে ৪৮০। বন্ধ হিমঘর খোলা এবং যেগুলো চালু সেগুলোর বিকাশের জন্য সরকার সতর্ক নজর রাখছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার বলেন, চাষিরা যেন ফড়েদের এড়িয়ে চলতে পারে, চাষীরা ফলনের পর্যাপ্ত দাম পায়, বাজারেও যেন দাম নিয়ন্ত্রিত থাকে সব কিছু ঠিক রাখা সহজ নয়। রাজ্যের বিভিন্ন কৃষকবাজারের মাধ্যমে এদিকে ইতিবাচক অবস্থা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা এবং আলুর রোগও একটা চিন্তার বিষয়।

এদিন সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে ভাষণ দেন সর্বভারতীয় হিমঘর সংগঠনের সভাপতি রাজেশ গোয়েল, ওয়েস্ট বেঙ্গল কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তরুণ কান্তি ঘোষ, সহ সভাপতি রাজেশ কুমার বনশল, রাজ্যের কৃষি বিপনন অধিকর্তা অতমিকা ভারতী প্রমুখ।

এদিন হিমঘর মালিকরা বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুসারে দক্ষিণ ও উত্তর বাংলায় হিমঘরের ভাড়া যথাক্রমে কুইন্টাল প্রতি ১৫৭ টাকা ও ১৬১ টাকা। বিভিন্ন ক্রমবর্ধমান খরচের জন্য এই ভাড়ায় চালানো যাচ্ছে না বলে মালিকদের দাবি। তাঁরা বলেন, ফলে এই শিল্পের আধুনিকীকরণ ও অন্যান্য রাজ্যে কুইন্টালপ্রতি ভাড়া ২০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা। তাই এই রাজ্যে হিমঘরের ভাড়া কুইন্টালপিছু প্রতি অন্তত ১৮০ টাকা করা হোক। এই সঙ্গে তাঁদের বক্তব্য, এই হিসাব ৯০ু ক্ষমতার ওপর হওয়া উচিত।, এখন যেটা ১০০ু ধার্য করা হয়েছে।

সারা দেশে আলুর উৎপাদন এবং হিমঘরের সংখ্যার নিরিখে এক নম্বর রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। উত্তরপ্রদেশে যেখানে হিমঘর রয়েছে ২০০টি, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা ৬০০-র কাছাকাছি। গত বছর রাজ্যের হিমঘরগুলিতে আলুর সংরক্ষণক্ষমতা প্রায় ৮৫ শতাংশ ছিল। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আলুর দাম প্রায় একই ছিল। কিন্তু বৃষ্টিপাতে রাজ্যের আলুর চাহিদা ও দাম বেড়ে যায়। ২০২০ সালে গত বছরের তুলনায় আলুর ফলন ২ থেকে ৩ শতাংশ কম হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৃষ্টিপাত সত্বেও শীতকালীন আবহাওয়া অপরিবর্তিত থাকলে এই মৌসুমে রাজ্যে আলু উৎপাদন গতবছরের উৎপাদন ৯০ লক্ষ মেট্রিক টনের তুলনায় ১০ শতাংশ বেড়ে ১০৫ লক্ষ মেট্রিক টন হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক চাহিদা ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন। উৎপাদিত বাকি আলু নিয়মিত রাজ্যের বাইরে বিক্রি করার জন্য বিভাগীয় নিরীক্ষণের দাবি করেন হিমঘর মালিকরা।

রত্না থাকলে শোভন কিছুতেই তৃণমূলে নয়, ফের সরব বৈশাখী

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : রত্না (চট্টোপাধ্যায়) থাকলে শোভন চট্টোপাধ্যায় কিছুতেই তৃণমূলে থাকবেন না। প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন শোভন—বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ এদিকে, বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন না শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বৈশাখী ও পার্থবাবুর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে মন্ত্রীর টালিগঞ্জের বাড়িতে যান। সূত্রের খবর, সেখানে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও কথা হয়েছে দু'জনের।

বছর দুই ধরেই তাঁদের দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ঘিরে একের পর এক খবর উঠে আসে। প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ও তাঁর স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের দাম্পত্য সংকটের কারণ হিসাবে বারবার বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কেই নিশানা করেছেন শোভন পত্নী। এই দাম্পত্য কলহে শেষমেশ চলে আসে রাজনীতির রঙ। নিজের পদ খোয়ান প্রাক্তন মেয়র। স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে দূরে থাকতে শুরু করেন বলে বহুবার শোভন চট্টোপাাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনুযোগ, ক্ষোভ উগড়ে দেন স্ত্রী রত্না। বৈশাখী এ দিন প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "রত্না সম্পর্কে এটা খুব স্পষ্ট। শোভন বিষয়টি তৃণমূল নেত্রীকে জানিয়েও দিয়েছেন। এক মঞ্চ কিছুতেই দু'জন ভাগ করবেন না।"

অনেক দিন ধরেই মিল্লি আল আমিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদ নিয়ে টালবাহানার চলছিলঊ শিক্ষামন্ত্রীর বাসভাবনে গিয়েও বারবার বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করান শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশেষে ১৭ ডিসেম্বর ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যদিও একে ঠিক সরিয়ে দেওয়া বলতে নারাজ ছিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ তিনি নিজেই ওই পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে ইস্তফাপত্র শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ইমেল করেছিলেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হলেও ইস্তফা গ্রহণের প্রাপ্তিস্বীকারও অবশ্য করা হয়নি।

এর পর এক গুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে নিজের ইস্তফা পত্র নিয়ে হাজির হন তিনি। পদত্যাগ পত্রের শুরুতেই একগুচ্ছ অভিযোগ জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রীকে। যার প্রধান বিষয়ই হল ধর্মীয় কারণে কোনও ব্যক্তিকে অহেতুক হয়রানি না করা হয় তা দেখা দরকার প্রশাসনের। পাশাপাশি তিনি কলেজে আর্থিক দুর্নীতিরও এদিন অভিযোগ করেন। সেসময় অবশ্য বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেননি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষামন্ত্রী একটি উচ্চপর্যায় তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই কারণেই সেসময় তাঁর ইস্তফা তিনি গ্রহণ না করে তদন্ত ও তার ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেন। যদিও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় তারপর থেকেই সেভাবে কলেজমুখো হননি।

এ ব্যাপারে পার্থবাবু বলেন, "আমাদের মধ্যে আজ কোনও রাজনৈতিক বৈঠক হয় নি। কলেজে বৈশাখীর সমস্যার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। যতক্ষণ তা না হবে, আমি তো কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারব না! তাই ওনার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিনি। কেন করব? সাক্ষাতে কেউ যদি সমাধানসূত্র বার করতে চান, আমি সব সময় আছি। গত ১৪ আগস্ট দিল্লিতে গিয়ে বিজেপি-তে নাম লেখান শোভন-বৈশাখীঊ কিন্তু দলের একাংশের অসহযোগিতার অভিযোগে ২২ আগস্ট বিজেপি থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসার কথা ঘোষণা করেনঊ বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বের উপর 'চরম ক্ষুব্ধ' বৈশাখী জানান, "যে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে নতুন দলে এসেছিলাম, তাতে কোথাও তাল কাটল। এই দলে আমার পথচলা আজই শেষ হবে নাকি আগামী দিনে এই দলে কাজ করতে পারব, সেটা আগামীই বলে দেবে"। এর পর ২৯ আগস্ট দু'জনই যান কালিঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেঊ সেখানে তাঁরা দলনেত্রীর ফোটা নেনঊ এর পর শোনা যাচ্ছিল শোভন বাবু ফের তৃণমূলে ফিরবেনঊ আবার বিজেপি নেতৃত্ব চাইছে তাঁকে কলকাতার পুরভোটে দলের কান্ডারী করতেঊ

শোভনবাবু কি তৃণমূলে ফিরছেন? মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতারের পর আজ এই প্রশ্নের উত্তরে বৈশাখী বলেন, "সেটা উনি আর দল ঠিক করবে। আদৌ ফিরবেন কি না, ফিরলে কবে ফিরবেন তাঁর জানা নেই।"

কলকাতা পুরসভার ভোট নিয়ে দামামা বাজতেই, শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নাম ফের বিজেপি নেতাদের আলোচনায়। বিজেপির নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে বিজেপি। অন্যদিকে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তিনি চান পুরনির্বাচনে সক্রিয় হোন শোভন চট্টোপাধ্যায়। এই প্রশ্নের উত্তরে বৈশাখী বলেন, "জল্পনা যখন হচ্ছে, তার ভিত্তি আছে বই কী! এই সঙ্গে বলেন, যিনি লড়বেন তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন। শোভনবাবু সক্রিয় নেতা ছিলেন। আমি ছিলাম দলের একটি শাখা সংগঠনে। আমার সঙ্গে একটা কলেজের সম্পর্ক ছিল। দেখা যাক! সময়ই সব কিছু বলবেঊ"

স্ত্রীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

গোসাবা, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : স্ত্রীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। খুনের পর থানায় গিয়ে আত্ম সমর্পণ করলেন অভিযুক্ত স্বামী। নিহতের নাম তাপসী বর(৩৬)। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা থানার অন্তর্গত জটিরামপুর এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে গোসাবা পুলিশ নিহতের দেহ উদ্ধার করেছে। অভিযুক্ত স্বামী বাদল বরকেও গ্রেফতার করেছে গোসাবা থানার পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তেও পাঠিয়েছে পুলিশ।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘ ১৮ বছর আগে বাদল বরের সাথে বিয়ে হয়েছিল তাপসীর। দম্পতির দুটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। অভিযোগ বেশ কিছুদিন ধরেই সংসার চালানোর জন্য কোন খরচ দিতেন না বাদল। উল্টে প্রতিদিন মদ, গাঁজা খেয়ে এসে স্ত্রীর উপর অত্যাচার করতো সে। স্ত্রীকে তামিলনাড়ুতে কাজ করতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সে। কিন্তু মেয়েদের পরীক্ষা থাকার জন্য তাপসী যেতে চান নি ভিন রাজ্যে। তা নিয়েই দুজনের মধ্যে অশান্তি হয় দিন কয়েক আগে। সেই ঘটনার জেরে কয়েকদিন আগেও হাত পা বেঁধে রেখে স্ত্রীকে বেধড়ক মারধোর করে অভিযুক্ত। সোমবার রাতে ও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বচসা বাঁধলে স্ত্রীকে বেধড়ক মারধোর করে শ্বাসরোধ করে খুন করে বলে অভিযোগ বাদলের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর নিজেই গোসাবা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে অভিযুক্ত। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোসাবা থানার পুলিশ।

লজ্জাজনক! ৪১ রানেই গুটিয়ে গেল জাপান

ব্লুমফন্টেন, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : বিশ্ব ক্রিকেটে নবাগত জপানকে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের মঞ্চে দুরমুশ করল ভারতীয় বোলাররা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২২.৫ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ৪১ রানেই গুটিয়ে গেল জাপান।

টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারানো পর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ভারতীয় তরুণ তুর্কিরা মঙ্গলবার টসে জিতে জাপানকে ব্যাট করতে পাঠায়। শুরু থেকে উইকেট খোয়াতে থাকে জাপানিরা। একটা সময় ৫ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে ৬ রানে ধুকছিল বিশ্ব ক্রিকেটে নবাগত এই দেশ। ভারতের হয়ে ৪ উইকেট নেন রবি বিশনই। মূলত তাঁর আগুন বোলিংয়ের দাপটে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে জাপানি ব্যাটিং লাইনআপ।

উল্লেখ করা যেতে পারে প্রথম ম্যাচে দাপুটে জয় সত্ত্বেও ভারত জাপানের বিরুদ্ধে উইনিং কম্বিনেশন ধরে রাখার পথে হাঁটেনি। বরং প্লেয়িং ইলেভেন তিনটি রদবদল করে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। দিব্যাংশ সাক্সেনার পরিবর্তে ওপেনার হিসেবে দলে ঢোকেন কুমার কুশাগ্র। শুভাং হেজ ও সুশান্ত মিশ্রর বদলে মাঠে নামেন শাশ্বত রাওয়াত ও বিদ্যাধর পাতিল। অন্যদিকে টুর্নামেন্টে জাপানের প্রথম ম্যাচ ছিল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তবে সেই ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় এক পয়েন্ট সংগ্রহ করে তারা । তারা প্রথম ম্যাচের অপরিবর্তিত দল নিয়েই ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামার সিদ্ধান্ত নেয়। এখন দেখার বিষয় জয়সূচক রান তুলতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা কতক্ষণ সময় নেয়।

আমেঠিতে বোলেরো গাড়ি-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত্যু ৬ জনের

আমেঠি (উত্তর প্রদেশ), ২১ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আমেঠি জেলায় যাত্রীবাহী বোলেরো গাড়ি এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জনঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল ৫ জনের, পরে হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়ঊ সোমবার গভীর রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আমেঠি জেলার বারামাসির কাছে গৌরীগঞ্জ সড়কেঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-বোলেরোর যাত্রী সুরেন্দ্র কাশ্যপ (৪৫), শ্রীচন্দ (৪২), কল্পনাথ (৪৩), ধীরজ (৩৮), মনোজ (২৭) এবং বৈজনাথ (৪০)ঊ নিহতদের বাড়ি আমেঠির লালা কা পুরবা ভরেয়ায়ঊ মঙ্গলবার সকালে সার্কেল অফিসার (আমেঠি) পীযূষ কান্ত রাই জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে বারামাসির কাছে গৌরীগঞ্জ সড়কে যাত্রীবাহী একটি বোলেরো গাড়ি এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ঊ সংঘর্ষের অভিঘাতে গাড়িটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়ঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনেরঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করে লখনউয়ের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়ঊ হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় তাঁরও মৃত্যু হয়ঊ ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে পুলিশঊ তবে, চালক পলাতক

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নাদালের দাপুটে জয়, ছিটকে গেলেন শারাপোভা

মেলবোর্ন, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : দাপুটে জয় দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু করলেন রাফায়েল নাদাল। তবে প্রথম রাউন্ডে হেরেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যেতে হল মারিয়া শারাপোভাকে।

শীর্ষবাছাই নাদাল প্রথম রাউন্ডের লড়াইয়ে ৬-২, ৬-৩, ৬-০ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেন বলিভিয়ার হুগো দেলিয়েনকে। ২ ঘণ্টা ২ মিনিট স্থায়ী হয় নাদালের বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রথম রাউন্ড ম্যাচ।

তবে প্রথম রাউন্ডেই শেষ হয়ে গেল মারিয়া শারাপোভার অভিযান। টুর্নামেন্টের ১৯ নম্বর বাছাই ক্রোয়েশিয়ান তারকা ডোনা ভেকিচের কাছে ৩-৬, ৪-৬ স্ট্রেট সেটে পরাজিত হন মাশা। পাঁচ বারের মেজর জয়ী শারাপোভা অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে নেমেছিলেন ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসেবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হবিবপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝায় বাস, আহত ২০ জন

মালদা, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : মালদার হবিবপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবোঝায় বাস উলটে আহত হলেন ২০ জন যাত্রী। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গেছে, এদিন দুপুরে হবিবপুর থানার ১১ মাইল এলাকায় মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় আহতরা বর্তমানে মুদিপুকুর ও বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহতদের মধ্যে ৬ জনের আবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইককে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় বাসটি। বাসটিতে ৪০জন যাত্রী ছিলেন। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হবিবপুর থানার পুলিশ। বাস চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত চলছে।

অনুকূল ঠাকুরকে স্কুল সিলেবাসে রাখার আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যের স্কুলপাঠ্যে অনুকূলচন্দ্রকে রাখার আবেদন জানাল খেজুরি সৎসঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই বিষয়ে চিঠি দিয়েছে আশ্রম কর্তৃপক্ষ।

মাধ্যমিকস্তরে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনী ও বাণী স্কুলপাঠ্যে রেখেছে প্রতিবেশী বাংলাদেশের সরকার। শিশুমনকে আরও মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক করে গড়ে তুলতে সে দেশে রবীন্দ্রনাথনজরুলের পাশাপাশি ঠাঁই পেয়েছেন অনুকূলচন্দ্র। এ রাজ্যের স্কুলেও ঠাকুরের কথা পড়ানোর পক্ষে সায় দিয়েছে স্কুলশিক্ষা দফতরের একটি অংশ। এই পরিস্থিতি জানিয়ে খেজুরি বন্দর সৎসঙ্গ আশ্রম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুকূলচন্দ্রের জীবনী পাঠ্যপুস্তকে অন্তভূর্ক করার আবেদন জানিয়ে ইমেল পাঠিয়েছে। খেজুরি সৎসঙ্গে ৫২ তম বসন্ত উৎসব হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। আশ্রম কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রীকে উৎসবে সামিল হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের পাঠ্যপুস্তকে যাতে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণী ও জীবনী রাখা হয় চিঠিতে সেই আবেদনও করেছে খেজুরি আশ্রম কর্তৃপক্ষ। খেজুরি সৎসঙ্গ আশ্রমের সভাপতি মেঘনাদ মণ্ডল ও সম্পাদক সর্বেশ্বর মণ্ডলের বক্তব্য, "ভারতবর্ষের সংবিধানে শিক্ষা বিষয়টি যুগ্ম তালিকায়। মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর স্কুলের সিলেবাস আরও আধুনিক এবং যুগোপযোগী করেছেন। সিলেবাস সংস্কার করতে তিনি আলাদা কমিটি গড়েছেন। আমাদের আবেদন বাংলাদেশের মত এ রাজ্যেও স্কুলে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনী ও বাণী পড়ানো হোক।"

মাইবাং শহরে অটোরিকশা থেকে পিস্তল-সহ সক্রিয় গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ, আটক এক

হাফলং (অসম), ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রক্কালে সোমবার রাতে ডিমা হাসাও জেলার মহকুমা সদর মাইবাং শহরে একটি অটো রিকশা থেকে পিস্তল এবং তিন রাউন্ড সক্রিয় গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, গতকাল রাতে মাইবাং শহরে রুটিন তালাশি ও টহল দিচ্ছিল পুলিশের দল। পুলিশ দেখে এক দুষ্কৃতকারী একে ৪৭ রাইফেল নিয়ে চলতি অটো থেকে ঝাঁপিয়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ফেরার হয় যায়। তবে পুলিশ দুষ্কৃতকারীকে আটক করতে না পারলেও ওই অটো রিকশায় তালাশি চালিয়ে তিন রাউন্ড সক্রিয় গুলি ভরতি একটি ৭ পয়েন্ট ৬৫ পিস্তল উদ্ধার করেছে। সেই সঙ্গে অটোরিকশা ও তার চালককে আটক করেছে পুলিশ।

এদিকে এই খবর লেখা পর্যন্ত অটো রিকশা থেকে একে ৪৭ রাইফেল নিয়ে ফেরার দুষ্কৃতকারীর কোনও সন্ধান বের করতে সক্ষম হয়নি মাইবাং পুলিশ। তবে ধৃত অটো চালককে থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, পলাতক দুষ্কৃতীকে আটক করতে জাল পাতা হয়েছে। আটক অটো চালকের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে শীঘ্রই তাকে জালে তোলা যাবে বলে দাবি পুলিশের

আপ ছেড়ে এনসিপি-তে যোগ দিলেন সুরেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে দলবদলের খেলা অব্যাহত। আসন্ন নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী পদ না পেয়ে আম আদমি পার্টি ছেড়ে এনসিপি শিবিরে নাম লেখালেন সুরেন্দ্র সিং। মঙ্গলবার নতুন দলে যোগ দেওয়ার ঘোষণা করার পাশপাশি তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে আসন্ন নির্বাচনে এনসিপির হয়েই বিধানসভা নির্বাচন লড়বেন।

এদিন নিজের ট্যুইটবার্তায় তিনি লেখেন, 'আম আমদি পার্টি ছাড়ার জন্য দুঃখিত। সবকটি রাজনৈতিক দল থেকে ভোট দাঁড়ানোর প্রস্তাব এলেও এনসিপিকে বেছে নিমাল।' বুধবার এই বিষয়ে আরও বিস্তারে জানাবেন বলে দাবি করেছেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন। ১১ তারিখে হবে ভোটগণনা। বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লির গড় ধরে রাখতে মরিয়া আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

শচীন ও আনন্দ

পাচের পাতার পর

সূত্র থেকে জানা কয়েকটি ব্যাতিক্রম বাদ দিয়ে পরিষদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অনুপস্থিত থেকেছেন শচীন ও আনন্দ। সেই কারণেই এমন সিদ্ধান্ত। একই কারণে এর আগে উপদেষ্টার পদ থেকে বাদ পড়েছিলেন বাইচুং ভুটিয়া এবং প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন পুলেল্লা গোপীচাঁদ।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাচের পাতার পর

প্রসঙ্গত, দলের শীর্ষ নেতৃত্বে তরফে আগেই বলা হয়েছিল যে যারা দীর্ঘ সময় ধরে দলের সব রকম বিপদে সঙ্গে থেকেছেন, তাঁদেরকেই পুরপ্রধান নির্বাচনে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সেই মতোই বর্ষীয়ান কাউন্সিলর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাটপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান নির্বাচিত হন। এদিন নতুন পুরপ্রধান নির্বাচনের কারণে ভাটপাড়া এবং সংলগ্ন এলাকায় কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি তৃণমূল মূল্য লক্ষ্য যে অর্জুন সিং, তা মনে করিয়ে দিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা সোমনাথ শ্যাম জানিয়েছেন, "আমাদের একটাই লক্ষ্য, ভাটপাড়াকে অর্জুন সিংয়ের হাত থেকে মুক্ত করা এবং মানুষকে সঠিক পরিষেবা দেওয়া। " উল্লেখ করা যেতে পারে গত ৭ জানুয়ারি ভাটপাড়া পুরসভায় ভোটাভুটিতে জয়ী হয় তৃণমূল। তারপরই এদিন নয়া পুরপ্রধান হিসাবে নাম ঘোষণা হয় অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

অঞ্চল সভাপতি

তিনের পাতার পর

ধরে মৃতদেহ আটকে রেখে পথ অবরোধ করা হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশিস মৌর্য ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধ তুলে দেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নরেন্দ্র মোদী প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি দেশের মজবুত অর্থনীতি অবনমিত করেছেন : আনন্দ শর্মা

গুয়াহাটি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি ভারতের মজবুত অর্থনীতিকে তলানিতে নিয়ে এসেছেন। অভিযোগ কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা তথা রাজ্যসভায় উপ-দলপতি আনন্দ শর্মার।

মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে কংগ্রেসের সদর দফতর রাজীব ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করছিলেন দলের কেন্দ্রীয় নেতা আনন্দ শর্মা। তিনি বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র এবং রাজ্য সারকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'বিজেপি সরকার যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কিছুই বাস্তবায়িত করেনি। এর বদলে এখন সে সবের উল্টো কাজ করছে। বিজেপি বলেছিল সব-কা সাথ সব-কা বিকাশের কথা। কিন্তু কোথায় কার বিকাশ করেছে, কারোর করতে পারেনি। এঁরা ভাষণবাগীশ।'

এছাড়া বিজেপি সরকারের আমলে দেশে বেকার সমস্যা হু হু করে বাড়ছে, শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে লক্ষ লক্ষ কর্মজীবী মানুষ চাকরি হারিয়ে এখন সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন বলেও অভিযোগ তুলেছেন আনন্দ শর্মা। তিনি বলেন, ৪৫ বছরের পর দেশের অর্থনীতি সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতার আরও অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি ভারতের মজবুত অর্থনীতিকে একেবারে নীচে নামিয়ে এনেছেন।

নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ) সম্পর্কেও কথা বলেছেন আনন্দ। বলেন, 'অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিএএ-র কোনও প্রয়োজনই নেই। অসম চুক্তিকে অমান্য করে ভিত্তিবর্ষ ১৯৭১-এর পরিবর্তে ২০১৪ করা হয়েছে। কী প্রয়োজন ছিল সিএএ-র, তার কোনও উত্তর নাকি বিজেপি দেয়নি। তিনি মনে করেন, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা ভঙ্গ করেছে। তাঁর দৃষ্টিতে গোটা দেশ সিএএ-র বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করছে। ভারতের মানুষ এই আইন প্রত্যাহার চান। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলটি ছিল সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী, সংবিধানের মূল কাঠামোয় আঘাত করে একে আইনে পরিণত করেছে বিজেপি সরকার, সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন আনন্দ শর্মা।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

জানান, এদিন প্রায় চারশ সত্তর গ্রাম ব্রাউন সুগার ধ্বংস করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, রাজ্যের যুব সমাজকে নেশামুক্ত করতে এ ধরনের প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।

আইনমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

লকআপে মৃত্যু কাম্য নয়। তাই সম্প্রতি পশ্চিম আগরতলা থানায় পুলিশ লকআপে মৃত্যুর ঘটনায় কোনও দাবি ছাড়াই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব ম্যাজিস্ট্রেটে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আসলে, গতকাল বিধানসভায় বিরোধীরা নাটক করেছেন, তোপ দাগেন আইনমন্ত্রী।

ভাসল ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

বিশাল বনভূমি এবং হস্ততাঁত শিল্পের জন্য পরিচিত। তিনি বিশ্বাস করেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে ত্রিপুরা এগিয়ে যাবে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সকলকে পূর্ণরাজ্য দিবসের আনন্দে অংশগ্রহণ করার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী, অসমের মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্যদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে

● প্রথম পাতার পর

সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু), ইন্ডিয়ান মুসলিম লিগ, কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ, আরজেডি নেতা মনোজ ঝা, তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্র, এআইএমআইএম-প্রধান সাংসদ আসাউদ্দিন ওয়েসি-সহ প্রায় হাজারখানেক ব্যক্তি ও সংগঠন। এর পর এই সব আবেদনের ওপর শুনানির দিন ২২ জানুয়ারি নির্ধারণ করেছিল সর্বোচ্চ আদালত।

বাজেট অধিবেশন

● প্রথম পাতার পর

১লা ফেব্রুয়ারি শনিবার সেদিন সাধারণত বন্ধ থাকে সংসদ। এমনকি শনিবার বন্ধ থাকে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিও। জানা গিয়েছে অনান্য দিনের মতো বাজেটের দিন ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জগুলি। সেই কারণে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেটের প্রতিক্রিয়া জানতে শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না।

এদিকে আবার বাজেটের দিন ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। কারণ ৩১ জানুয়ারি এবং ১ ফেব্রুয়ারি দুদিনের ধর্মঘট ডেকেছে ব্যাংক কর্মী ও অফিসারদের ৯টি ইউনিয়নের যৌথমঞ্চ ইউনাইটেড ফোরাম ।সাধারণত বাজেটের দিন ব্যাংক খোলা থাকে । সেদিক দিয়ে এবার যদি ওই দিন ধর্মঘট হয় তাহলে সেটা এক দিক থেকে বিরল ঘটনা।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হিসেবে নির্মলা সীতারমনের দ্বিতীয় বাজেট পেশের আগে সোমবার হয়ে গেল "বাজেটের মিষ্টিমুখ"। সাধারণ বাজেটের সব কাগজপত্র ছাপার জন্য প্রেসে যাওয়ার আগে অর্থমন্ত্রকে হয় এই "হালুয়া উতাব"। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না ঊ অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এদিনের অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের নর্থ ব্লকের সদর দফতরের এই হালুয়া উত বে উপস্থিত ছিলেন দফতরের প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরও। এর আগে গত বছরের ৫ জুলাই তিনি তাঁর প্রথম বাজেট পেশ করেছিলেন।

মাতৃ বিয়োগ

আটের পাতার পর

নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ৭২ বছর বয়স্কা পারুলবালা মিত্র, ওনার স্বামী, পাঁচ পুত্র সহ বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন।

রক্তাক্ত দেহ

আটের পাতার পর

তদন্তে পুলিশ মনে করছে ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করার পর ওই দুইজনকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। সম্ভবত দুই-তিন দিন আগে খুন করা হয়।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে গত তিন দিনে ওই মহিলার ফ্ল্যাটে কে বা কারা এসেছিল। তা ছাড়া ওই মহিলার মোবাইল ফোনের কল লিস্টও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পূজার মা ওই এলাকাতেই অন্য একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। তিনি বলেন, 'প্রতিবেশীদের কাছ থেকেই খবরটা শুনলাম। কীভাবে এমনটা হল বুঝতে পারছি না। '

পাশে জাপান

আটের পাতার পর

জাপানি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের উদ্বেগ চেপে রাখেননি। তিনি জাপানের রাষ্ট্রদূতকে উদ্দেশ্য করে বলেন, উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি বাংলাদেশের মাটিতে আরও দীর্ঘায়িত হলে দেশের ভেতরে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ আরও বেড়ে যাবে। রোহিঙ্গাদের ব্যাপক উপস্থিতি কক্সবাজারের স্থানীয় জনগণের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেখ মুজিবর রহমানের আমল থেকেই জাপান সঙ্গে বাংলাদেশের হার্দিক সম্পর্কে সূচনা তা উঠে আসে। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে জাপানের অবদান অপরিসীম তা মেনে নেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশে জাপানের যে সকল প্রকল্প রয়েছে, তা দ্রুত তরান্বিত করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন রাষ্ট্রদূত। পাশাপাশি তিনি বলেন যে বিনিয়োগের মাত্রাও বাড়ানো হবে।
[

ভুল চিকিৎসায় শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। ৮ বছরের শিশু শুভেন্দু সাহার মৃত্যুকে এবার ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উঠল ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের ডাক্তারের উপর। গত ১৯ জানুয়ারি রবিবার বিকাল ৪টার দিকে সন্তনগর সিদ্ধি আশ্রমের শিবুলাল সাহার ৮ বছরের পুত্র শুভেন্দু সাহাকে পেট ব্যাথার জন্য টিএমসি-তে ভর্তি করা হয়। তারপর তার ডায়গনসিস চলে তাতে এপেন্ডিকুলার লাম্ব ধরা পড়ে। কিন্তু হঠাৎ করে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নাম একটি ইনজেকশন পুশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার উর্দ্ধশ্বাস উঠে যায়। ডাক্তারকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে ডাক্তার এপেনডিক্স ভিতরেই কেটে যাওয়ার কথা বলে। এ ব্যাপারে শিশু শুভেন্দুর মৃত্যু এই ইনজেকশন পুশ করাতেই হয়েছে বলে অভিযোগ শিশুর পরিবারের। এদিকে ডাক্তারের সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানান, এই এপেন্ডিক্সের ব্যথা নিয়ে প্রায় ৯-১০ দিন কাটিয়ে রবিবার শুভেন্দুকে তার পিতামাতা এনে টিএমসি-তে ভর্তি করান। সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ে কর্তব্যরত ডাক্তার তার ব্যাথার কারণ জানার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এপেনডিক্সে ব্যাথা জানতে পারে। রবিবার দিনই সারজিকেলের ডাক্তাররাও তাকে দেখাশোনা করে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সোমবার তার এপেনডিক্সটি ব্রাস্ট হয়ে গেলেই বিপত্তি ঘটে। ডাক্তাররা তাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেনি বলেও জানান কর্তব্যরত চিকিৎসক। তিনি বলেন, জন্ম মৃত্যুতো আর ডাক্তারের হাতে নেই। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটায় সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তিনি জানান স্বজন হারানো ব্যাথা যে কত কঠিন, মানুষ হিসেবে আমরাও বুঝতে পারি তবে তাদের সব অভিযোগই আমরা মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি। যাই হউক শিশু শুভেন্দুর মৃত্যুর সংবাদে তার পরিবারের লোক ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ভুল চিকিৎসায় তার মৃত্যুর অভিযোগ এনে হই চই শুরু করলে উত্তেজনা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। এদিকে এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মৃত শুভেন্দুর পরিবারের সদস্য শিখা সাহা এই ঘটনা সুষ্ঠু তদন্ত চেয়েছেন। তিনি বলেন, শুভেন্দুকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কি কারণে তার মৃত্যু হল তার সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে। এভাবে যেন আর কোন শিশুর প্রাণ না যায়।

কলকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় বিজ্ঞান মেলায় রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ৬টি পুরস্কার : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। কলকাতায় অবস্থিত বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম-এ অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় বিজ্ঞান মেলায় রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই খুশির সংবাদ জানাতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, গত ১৪-১৮ জানুয়ারি, ২০২০ পাঁচদিন ব্যাপী পূর্বাঞ্চলীয় বিজ্ঞান মেলায় মোট ১৬১টি মডেল প্রদর্শিত হয়েছিলো। এই বিজ্ঞান মেলায় ওড়িশা, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্য থেকে মোট ৩৮৭ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা ১০টি মডেল নিয়ে বিজ্ঞান মেলায় অংশ নেয়। এরমধ্যে শ্রেষ্ঠ মডেল সহ মোট ৬টি পুরস্কার পেয়েছে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা। তিনি আরও জানান, ২০২০ সালের এই বিজ্ঞান মেলায় রাজ্যের সোনামুড়া মহকুমার কাঁঠালিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র দেবরাজ দেবনাথের মার্ট টয়লেট মডেলটি বেস্ট ইনডিভিজ্যায়াল মডেল হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। শ্রেষ্ঠ মডেলের জন্য তাকে বি কে চন্দ্র মেমোরিয়্যাল অ্যাওয়ার্ড ও জগদীশ চন্দ্র বোস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। পুরস্কার স্বরূপ তাকে নগদ অর্থরাশি, ট্রফি ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। তিনি আরও জানান, পূর্বাঞ্চলীয় বিজ্ঞান মেলায় এছাড়াও রাজ্যের তিনজন ছাত্র বিশেষ পুরস্কার লাভ করে। জগৎপুর হাইস্কুলের অভিজিৎ দেব, তেলিয়ামুড়ার থাপিদয়াল বিদ্যানিকেতনের রাজ বিশ্বাস ও বিলোনীয়া সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ধৃতিমান দত্তগুপ্ত বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছে। এছাড়াও মাস্ক মেকিং এবং প্যাটার্ন মেকিং-এর জন্যও একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী ততীয় পুরস্কার লাভ করে। মাস্ক মেকিং-এ কৈলাসহরের ভগিনী নিবেদিতা গার্লস এইচ এস স্কুলের প্রিয়া গোপ এবং প্যাটার্ন মেকিং-এ ধর্মনগরের বি বি আই স্কুলের প্রতীক চন্দ্র নাথ ততীয় পুরস্কার পেয়েছে। শিক্ষামী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের এই সাফল্য রাজ্যের জন্য নিশ্চয়ই গর্বের বিষয়। গত বছরও পূর্বাঞ্চলীয় বিজ্ঞান মেলায় রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা সুনাম অর্জন করেছিলো।

উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি

● প্রথম পাতার পর

সজ্জায় সজ্জিত করা হবে।

২৩ জানুয়ারি সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বিদ্যালয় মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে কর্মসূচির সূচনা করবেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ এবং অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা। সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে। শোভাযাত্রা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে পোষ্ট অফিস চৌমুহনী - প্যারাডাইস চৌমুহনী - আই জি এম - ওরিয়েন্ট চৌমুহনী - রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন -পুরাতন বিধানসভা ভবন - কামান চৌমুহনী -মহারাজগঞ্জ বাজার - নেতাজী কর্ণার - নেতাজী চৌমুহনী হয়ে পুনরায় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন প্রাঙ্গণে এসে শেষ হবে। আজ নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তথা নেতাজী জন্মোৎসব উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক গৌতম চক্রবর্তী তার অফিস কক্ষে সাংবাদিকদের এই সংবাদ জানিয়েছেন।

অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর

অমিত শাহ জানিয়েছেন, দেখতে পেয়েও যারা দেখতে পায়নি। কান থাকতেও যারা শুনতে পায়নি, তারা উদ্বাস্তুদের যন্ত্রণা কোনওদিনই বুঝবে না। পাকিস্তান, আফগানিস্তানের পাশাপাশি কাশ্মীরেও ধর্মের নামে মানুষকে যখন নিপীড়ন করা হচ্ছিল তখন এইসব স্বার্থপর নেতারা দেখতে পায়নি। যার যা ইচ্ছে করে নিক। সিএএ প্রত্যাহার করা হবে না।

মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৭ সালে বলেছিলেন যে, পাকিস্তানে বসবাসকারি হিন্দু, শিখ ভারতে আসতে পারেন। তাঁদের নাগরিকত্ব, গৌরব দেওয়াটা ভারত সরকারের কর্তব্য হওয়া উচিত। একই কথা ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং ইন্দিরা গান্ধীও বলেছিলেন। কিন্তু এখন এই সব কথা শুনতে চাইছে না কংগ্রেস। নাগরিকত্ব দেওয়া উদ্যোগ নেওয়া শুরু হওয়ার পর থেকে কংগ্রেস এর বিরোধিতা করে চলেছে। উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসুবিধা কোথায়?

রাজস্থানে গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নিজেদের ইস্তেহারে জানিয়েছিল যে পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু, শিখদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অমিত শাহ বলেন, 'আপনারা করলে সঠিক, আর মোদী করলে আপনারা বিরোধিতা করেন?'

অমিত শাহ জানিয়েছেন, দুই বছর আগে জেএনইউ-তে দেশবিরোধী স্লোগান তোলা হয়েছিল। ভারত মাতার এক হাজার টুকরো করার আহ্বান যারা করে, তাদের জেলে পাঠানো উচিত। অন্যদিকে রাহুল এন্ড কোম্পানি বলছে এটা স্বাধীনতার অধিকারের জন্য করা হচ্ছে। ভারত মায়ের বিরুদ্ধে কিছু বললে তাদের জেলে পোড়া হবে।

তিনি জানিয়েছেন জওহরলাল নেহেরু যে ভুল করেছিলেন ৫ আগস্ট ২০১৯ সালে তা সংশোধন করেন নরেন্দ্র মোদী। ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পর সন্ত্রাসবাদ শেষ হতে চলেছে কাশ্মীরে। তিন তালাকও দূর মোদী সরকার করেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এয়ারস্ট্রাইক এবং সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছে। কংগ্রেস সেটিরও বিরোধিতা করেছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের হিতের জন্য বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন। এর বিরুদ্ধে কুৎসিত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। দেশবাসী কেন্দ্রের পাশে রয়েছে। শত্রুদের ভাষায় কথা বলছে কংগ্রেস এবং সপা।

খেলা

সফর শুরুর আগেই দুঃসংবাদ, নিউজিল্যান্ডে টি২০ সিরিজে নেই ধাওয়ান ও ইশান্ত

নিউজিল্যান্ড সফর শুরুর আগেই বড় ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে। চোটের জন্য পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজে খেলতে পারবেন না টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম ওপেনার শিখর ধাওয়ান। গত রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় একদিনের ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময় বাঁ কাঁধে চোট পান শিখর। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচেও একই জায়গায় চোট পেয়েছিলেন। ভারতীয় দল ইতিমধ্যেই উড়ে গেছে নিউজিল্যান্ডে। শুক্রবার সিরিজের প্রথম টি২০ আগে। তার আগে মঙ্গলবারই এই দুঃসংবাদ ভারতীয় শিবিরে।রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে ব্যাট করতে নামেননি শিখর। তখনই বোঝা গিয়েছিল চোটটা বেশ গুরুতর। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজে না খেলার একটা আশঙ্কা তখনই তৈরি হয়েছিল। আর সেটাই সত্যি হল। অ্যারন ফিঞ্চের ড্রাইভ আটকাতে গিয়ে কাঁধে যে চোটটা পান ধাওয়ান, সেখানে এক্স রে করা হয়। ব্যথা ছিল যথেষ্ট। এটা ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন ধাওয়ান।দুটো ম্যাচেই রান পেয়েছিলেন। তাই ধাওয়ানের না থাকাটা বড় ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে। ডাকাবুকো ওপেনারের পরিবর্ত এখনও ঘোষণা করেনি বিসিসিআই। তবে আশা করা হচ্ছে কিউয়িদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে তিনি খেলতে পারবেন।আবার ইশান্ত শর্মাও চোটের জন্য ছিটকে গেলেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে তিনিও খেলতে পারবেন না। ফলে সিরিজ শুরুর আগে জোড়া ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে।

ফের অসুস্থ কিংবদন্তি পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়, ভরতি হাসপাতালে

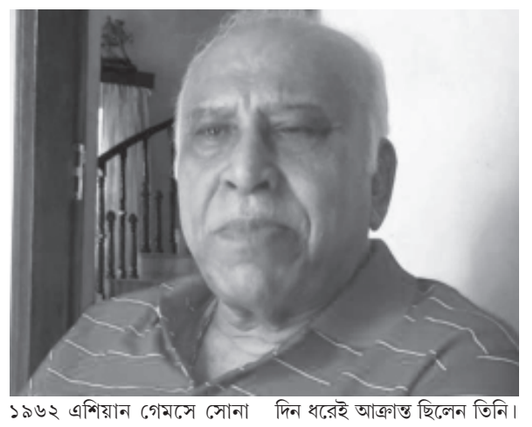

দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ তিনি। বয়সের ভারে অনেকটাই নুইয়ে পড়েছেন। তবে মঙ্গলবার স্নায়ুর সমস্যা অনেকটাই বাড়ে তাঁর। যে কারণে এদিন হাসপাতালে ভরতি করতে হল কিংবদন্তি ফুটবলার পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়কে।এককালের ময়দান কাঁপানো তারকাকে এদিন বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে সল্টলেকের বাড়িতে থাকাকালীন হঠাতই অসুস্থ বোধ করতে থাকেন প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্নায়ু বিশেষজ্ঞ সুনন্দন বসুর অধীনে ভরতি করা হয়েছে তাঁকে। আপাতত তাঁর অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ৮৪ বছরের কিংবদন্তির দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন তাঁর অনুরাগীরা।টানা তিন ম্যাচে হারের জের! ইস্টবেঙ্গল কোচের পদ থেকে ইস্তফা আলেজান্দ্রোরগত বছর অক্টোবর মাসে অসুস্থ পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। প্রাক্তন ফুটবলারের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন তিনি। তাঁর দ্রুত আরোগ্যও কামনা করেন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই ভেঙেছে প্রাক্তন ফুটবলারের শরীর। তাঁকে দ্রুত সুস্থ করতে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন চিকিতসকরা।ফুটবলার জীবনে ইস্টার্ন রেলের জার্সি গায়ে খেলেছেন পিকে। ১৯৫৮ সালে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টার্ন রেলের সদস্য ছিলেন। কোনও বড় ক্লাবে না খেললেও জাতীয় দলের হয়ে একাধিক সাফল্য রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি। ১৯৬০-য় রোম অলিম্পিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গোল করেছিলেন। ১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৬৬ সালের এশিয়ান গেমসেও ছিলেন ভারতীয় দলে। এর মধ্যে ১৯৬২ এশিয়ান গেমসে সোনা জেতে ভারত। তবে শুধু ফুটবলার হিসেবে নয়, কোচ হিসেবেও তাঁর সাফল্যের তালিকা দীর্ঘ। তাঁর পেপ টকে অনেক ফুটবলারই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।অসুস্থ প্রাক্তন ফুটবলার পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে।কিংবদন্তি ফুটবলার পি কে ব্যানার্জী। বয়স৮৩। স্নায়ুর সমস্যায় অনেক দিন ধরেই আক্রান্ত ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে হঠাতইসল্টলেকের বাসভবনে মাঝে মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সল্টলেকে নিজের বাড়িতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত তাকে বাইপাস একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। স্নায়ু বিশেষজ্ঞ সুনন্দন বসুর তত্বাবধানে ভর্তি করা হয়। এখন তার অবস্থা স্থিতিশীল।

ইস্টবেঙ্গলের কোচ আলেজান্দ্রোর পদত্যাগ, ফিরে যাচ্ছেন স্পেনে

দ্য ওয়াল ব্যুরো: যা ভাবা হচ্ছিল তাই হল। টানা তিন ম্যাচ হারের ধাক্কায় সরতেই হল ইস্টবেঙ্গলের কোচ আলেজান্দ্রো মেনেন্ডেজকে। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরে গেলেন তিনি। কোয়েসের তরফে জানানো হয়েছে নতুন কোচ নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সহকারীরা দায়িত্ব সামলাবেন। চার্চিল এবং গোকুলামের কাছে হারার পর চাপ তৈরি হয়েছিল। বড় ম্যাচ হারের পর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের। গত মরসুমে আইলিগে দায়িত্ব নিয়েছিলেন দলের। তারপর ইস্টবেঙ্গলকে রানার্স করেছিলেন। কিন্তু এবার পুরো অন্য ছবি। এবারের দল নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন আলেজান্দ্রো। অনেকেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন তা নিয়ে। সরে যাওয়া একপ্রকার অনিবার্য হয়ে পড়েছিল আলে স্যারের। আর সেটাই হল। বড় ম্যাচের পর কোচের মন্তব্য নিয়ে ক্ষুব্ধ হন সমর্থকরাও। হারের পরও ন্যূনতম অনুশোচনা শোনা যায়নি কোচের গলায়। বরং গত ১৪ বছরের উদাহরণ টেনে বোঝানোর চেষ্টা করেন, তাঁর আমলেই ইস্টবেঙ্গল এত ভাল খেলছে। মঙ্গলবার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে কোয়েসের দফতরে বৈঠকে বসেন ক্লাব কর্তারা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোয়েস কর্তা সুব্রত নাগ। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শতবর্ষ চলছে ইস্টবেঙ্গলের। একটাও ট্রফি নেই। তার উপর ডার্বি হার। সব মিলিয়ে ইস্টবেঙ্গলের কোচ বদলের পর এখন নতুন কৌতুহল পরের কোচ কে?আই লিগে টানা তিনটি ম্যাচে হার। যার মধ্যে আবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানে কাছেও আছে হার। আর তার জেরেই এবার পদত্যাগ করলেন ইস্টবেঙ্গলের ডিপানিশ কোচ আলেজান্দ্রো গার্সিয়া।একটানা ব্যর্থতার জেরে চাপেই ছিলেন আলেজান্দ্রো। পাশাপাশি, দায়িত্ব ছাড়ার জন্য কোচের উপর চাপও বাড়াচ্ছিলেন কর্মকর্তারা। অবশেষে মঙ্গলবার বিকেলে কোচের দায়িত্ব থেকে সরে গেলেন তিনি।

চুলের দৈর্ঘ্য বিশ্বরেকর্ড ভারতীয় কিশোরীর

কিশোরীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় চুল রাখার বিশ্বরেকর্ড করলেন গুজরাতের নীলাংশী প্যাটেল। তবে এই প্রথম নয়, ২০১৮ সালেই ১৭০.৫ সেন্টিমিটার লম্বা চুল নিয়ে তিনি প্রথমবার এই রেকর্ডে বাগ বসিয়েছিলেন। ১৭ বছরের নীলাংশী এবার তাঁর নিজের রেকর্ডই ভেঙে দিয়েছেন, বা বলা ভালো আরও উন্নত করলেন।গিনেস ওয়ার্ল রেকর্ডস-এর অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর জানিয়েছে। তারা আরও বলেছে, বর্তমানে নীলাংশীর প্যাটেলের চুল ফের মাপা হয়েছে। তাঁর সেই চুলের দৈর্ঘ এখন ১৯০ সেন্টিমিটার অর্থাত ৬ ফুট ২.৮ ইঞ্চি! গিনেস ওয়ার্ল রেকর্ডস-এর পোস্ট করা ছবিতে দেখা গিয়েছে নীলাংশী তাঁর দীর্ঘ চুল সূর্যকিরণের মতো করে ছড়িয়ে দিয়েছেন। পাশে রয়েছে গিনেস কর্তৃপক্ষের দেওয়া শংসাপত্র।

রিকি পন্টিংদের কোচ হতে চলেছেন শচীন তেন্ডুলকার

রিকি পন্টিংদের কোচ হতে চলেছেন শচীন তেন্ডুলকার। অন্যদিকে শেন ওয়ার্নের দলের দায়িত্ব নেবেন কোর্টনি ওয়ালশ। অস্ট্রেলিয়ার দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে একটি চ্যারিটি ম্যাচের আয়োজন করতে চলেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার দুই কিংবদন্তি পন্টিং একাদশ ও ওয়ার্ন একাদশের মধ্যে খেলা হবে সেই ম্যাচ।এই দুই দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই পাণ্ডে ও আয়ার আইপিএল-এ অনেক ম্যাচ খেলেছে। ওরা জানে কীভাবে চাপ সামাল দিতে হয়। ওরা বড় নামের তোয়াক্কা করে না, ফলে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে দেয়।"গত বছরের বিশ্বকাপ সেমি-ফাইনালের পর আর ক্রিকেট খেলেননি ধোনি। তাঁর বিকল্প হিসেবে ঋষভ পন্থকে চিহ্নিত করেছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পারেননি এই তরুণ ক্রিকেটার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত একদিনের সিরিজে তিনি চোট পাওয়ার পর ভারতীয় দলের হয়ে উইকেটরক্ষকের ভূমিকায় দেখা যায় লোকেশ রাহুলকে। নিউজিল্যান্ড সফরেও রাহুলকেই কিপিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি।অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে অবশ্য ব্যাট হাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেননি মণীশ। তবে তিনি ফিল্ডিংয়ে নজর কেড়ে নেন। রাজকোটে দ্বিতীয় ম্যাচে এক হাতে দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়ে ডেভিড ওয়ার্নারকে ফেরান তিনি। নিউজিল্যান্ড সফরে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন মণীশ।

মণীশ পাণ্ডের মধ্যে ধোনির বিকল্প পেয়ে গিয়েছে ভারত মন্তব্য শোয়েব আখতারের

করাচি: মহেন্দ্র সিংহ ধোনির বিকল্প হিসেবে মণীশ পাণ্ডেকে দেখছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকা পেসার শোয়েব আখতার। তিনি ভারতের মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান শ্রেয়াস আয়ারেরও প্রশংসা করেছেন।নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা এক ভিডিওতে শোয়েব বলেছেন, "অবশেষে ধোনির বিকল্প পেয়ে গিয়েছে ভারত। মণীশ পাণ্ডে ভাল মানিয়ে গিয়েছে। শ্রেয়াস আয়ারকেও স্বয়ংসম্পূর্ণ খেলোয়াড় মনে হচ্ছে। এর ফলে ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ে গভীরতা বেড়েছে।

সহজ জয় নাদালের, ছিটকে গেলেন শারাপোভা

মেলবোর্ন: দাপুটে জয় দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু করলেন রাফায়েল নাদাল। তবে প্রথম রাউন্ডে হেরেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যেতে হল মারিয়া শারাপোভাকে। যদিও শুরুতে সহজ জয় পেয়েছেন ক্যারোলিনা প্লিসকোভা, ডমিনিক থিয়েম, স্তান ওয়ারিঙ্কা, গার্বাইন মুগুরুজা প্রমুখ। লাকি লুজার হিসেবে মূলপর্বের ছাড়পত্র পেলেও প্রথম রাউন্ডেই হেরে গিয়েছেন ভারতের প্রজনেশ গুণেশ্বরন।শীর্ষবাছাই নাদাল প্রথম রাউন্ডের লড়াইয়ে ৬-২, ৬-৩, ৬-০ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেন বলিভিয়ার হুগো দেলিয়েনকে। ২ ঘণ্টা ২ মিনিট স্থায়ী হয় নাদালের বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রথম রাউন্ড ম্যাচ। পাঁচ বারের মেজর জয়ী শারাপোভা অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে নেমেছিলেন ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসেবে। তবে প্রথম রাউন্ডেই শেষ হয়ে যায় তাঁর অভিযান। টুর্নামেন্টের ১৯ নম্বর বাছাই ক্রোয়েশিয়ান তারকা ডোনা ভেকিচের কাছে ৩-৬, ৪-৬ স্ট্রেট সেটে পরাজিত হন মাশা।মেয়েদের দ্বিতীয় বাছাই প্লিসকোভা প্রথম রাউন্ডে পরাস্ত করেন ফ্রান্সের ক্রিশ্চিনা স্লাদেনোভিচকে। ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিটের লড়াইয়ে প্লিসকোভা জয় তুলে নেন ৬-১, ৭-৫ সেটে। ছেলেদের পঞ্চম বাছাই থিয়েম ২ ঘণ্টা ২১ মিনিটের ম্যাচে ৬-৩, ৭-৫, ৬-২ সেটে হারিয়ে দেন ফ্রান্সের আদ্রিয়ান মানারিনোকে।১৫ নম্বর বাছাই সুইস তারকা ওয়ারিঙ্কা ৭-৫, ৬-৭ (৪/৭), ৬-৪, ৬-৪ সেটে পারিজত করেন বসনিয়ার দামির জুমহুরকে। স্প্যানিশ মুগুরুজা ০-৬ গেমে প্রথ সেট হারার পর ৬-১, ৬-০ গেমে পরের দু'টি সেট জিতে লড়াই থেকে ছিটকে দেন মার্কিন কোয়ালিফায়ার শেলবি রজার্সকে। ভারতের গুণেশ্বরন ৪-৬, ২-৬, ৫-৭ সেটে পরাজিত হন জাপানের ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি তাতসুমা ইতোর কাছে।

অস্ট্রেলিয়াকে টপকে টি টোয়েন্টিতে অভিনব রেকর্ড ভারতের

রান তাড়া করে জেতা কঠিন। কিন্তু ভারতীয় দল আবার রান তাড়া করতেই দক্ষ। প্রথমে ব্যাট করে প্রতিপক্ষকে থামিয়ে রাখতে "টিম ইন্ডিয়া"র দুর্বলতা রয়েছে।সেই কারণেই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এই দুর্বলতার জায়গা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে ভারত। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলতি টি টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচটি হারের পরে পাহাড়প্রমাণ চাপ এসে পড়েছিল রোহিত শর্মার দলের উপরে।সে জন্যই দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচে টস জিতে বাংলাদেশকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান "হিটম্যান"। তার পরে রান তাড়া করতে নেমে অনায়াসে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। রাজকোটে জেতার ফলে তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজে সমতা ফিরিয়ে এনেছে ভারতীয় দল। সেই সঙ্গে গড়েছে একটি রেকর্ডও।"তার পরে রান তাড়া করতে নেমে অনায়াসে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। রাজকোটে জেতার ফলে তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজে সমতা ফিরিয়ে এনেছে ভারতীয় দল। সেই সঙ্গে গড়েছে একটি রেকর্ডও।"তারোহিত বলেই খেলাচ্ছেন", সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের শিকার খলিলআন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে রান তাড়া করে সর্বোচ্চ জয়ের রেকর্ড গড়েছে ভারত। রান তাড়া করতে নেমে ৬১টি টি টোয়েন্টি ম্যাচের মধ্যে ৪১টিতেই জিতেছে ভারত। এর আগে ৬৯টি ম্যাচের মধ্যে ৪০টিতে জয় পেয়ে অস্ট্রেলিয়া ছিল দ্বিতীয় স্থানে। ৬৭টি ম্যাচের মধ্যে ৩৬টিতে জিতেপাকিস্তান রয়েছে তৃতীয় স্থানে। রাজকোটে জেতায় ভারত পৌঁছে গিয়েছে শীর্ষে।

বাবা রোহিতের হাত থেকে বোতল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা

মুম্বই : হিটম্যান রোহিত শর্মা-র শতরান ও অধিনায়ক বিরাট কোহলির ৮৯ রানের সুবাদে ভারত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ নির্ণায়ক তৃতীয় একদিনের ম্যাচ জিতে যায়। পাশাপাশি সিরিজও জিতে নেয় ২-১ এ। তৃতীয় একদিনের ম্যাচ দেখতে মাঠে হাজির হয়েছিলেন রোহিতের স্ত্রী রীতিকা সজদেহ। ছিল হিটম্যানের এক বছরের কন্যা সামাইরা। খেলার বিরতিতে মেয়ের সঙ্গে ড্রেসিংরুমে দেখা করেন রোহিত। বাবা-মেয়ের দেখা হওয়ার মুহূর্ত ইতিমধ্যে এ ভাইরাল।মেয়ে ও বাবার মিষ্টি খুনসুটির মুহূর্ত দেখে সকলেই খুব আনন্দ পাচ্ছেন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে রোহিতের কোলে সামাইরা। আর এক হাতে বোতল নিয়ে পানীয় পান করছিলেন রোহিত। বেঙ্গালুরুর ম্যাচের বিরতিতে যখন এই ঘটনা চলছিল তখন এরপর দেখা যায় আসল মজা।

খুদে সামাইরা বাবার হাত থেকে বোতলটি টেনে নিতে চাইছিলেন। ঘটনায় মজা পান রোহিতও।তিনি একবার করে বোতলটি মেয়ের হাতের কাছ থেকে সরিয়ে নেন ঠিক তেমনি আবার একবার করে এগিয়ে দিচ্ছিলেন সেই বোতল। আর প্রতিবারই সামাইরা প্রবল আগ্রহে সেই বোতলটি টেনে ধরতে চাইছিলেন।এদিনের ম্যাচে অজি ক্যাপ্টেন স্টিভ স্মিথ ১৩১ রান করেছিলেন। তার শতরানে ভর দিয়েই ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৮৬ রান করে। এদিন শুরুটা অবশ্য ৮.৫ ওভারে ৪৬ রানে দুটি ওপেনারকে হারিয়েছিল। এদিন ভারতের হয়ে রবীন্দ্র জাডেজা ও নভদীপ ,সাইনি ভালো সঙ্গত দিয়েছিলেন আর চার উইকেট নিয়েছিলেন মহম্মদ শামি।

শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে স্মিথের থেকে কোহালিকেই এগিয়ে রাখছেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররা

সিরিজ শুরুর আগে ক্রিকেটপ্রেমীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, কে সেরা? বিরাট কোহালি না স্টিভ স্মিথ? তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শেষ। ভারত ২-১-এ সিরিজ জিতে নিয়েছে। তার পরেও চলছে দুই তারকাকে নিয়ে তুলনা।এক ক্রিকেটভক্ত স্টিভ স্মিথকেই এগিয়ে রেখে টুইট করেছিলেন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন সেই ভক্তের দাবি নস্যাত করে টুইট করেন, ""একমত নই। বিরাটই সেরা।"" অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার ডিন জোন্সের কাছে এক ভক্ত জানতে চেয়েছিলেন একই জিনিস। জোন্স টুইটারে বলেন, ""তিন ফরম্যাটে বিরাট কোহালিই সেরা।""এ তো গেল বিশেষজ্ঞদের মতামত।

পরিসংখ্যান কী বলছে? সদ্যসমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজে স্মিথ ২২৯ রান করেন। সেই জায়গায় ভারত অধিনায়কের ব্যাট থেকে আসে ১৮৩ রান। ওয়ানডে-তে দাপট দেখাচ্ছেন কোহালি। অ্যারন ফিঞ্চ ভারত অধিনায়ককে সর্বকালের সেরা ওয়ানডে প্লেয়ার বলে উল্লেখ করেছেন। এ হেন বিরাট ২৪৫টি ওয়ানডেতে করেছেন ১১,৭৯২ রান।বর্তমান টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে ধোনির সময়কে এগিয়ে রাখছেন বীরুঅন্য দিকে, ১২১টি ওয়ানডে থেকে ৪,০৩৯ রানের মালিক স্মিথ। ওয়ানডে-তে অজি-তারকার থেকে বহু এগিয়ে কোহালি। টি টোয়েন্টি-তে ৭৮টি ম্যাচ থেকে কোহালির রান ২, ৬৮৯। সেখানে স্মিথের সংগ্রহ ৫৭৭ রান।টেস্ট ক্রিকেটে অবশ্য কোহালির থেকে বেশি রান করেছেন স্মিথ। ৭৩টি টেস্ট ম্যাচ থেকে ৭,২২৭ রানের মালিক তিনি। বিরাট স্মিথের থেকে বেশি টেস্ট ম্যাচও খেলেছেন। ৮৪টি টেস্ট থেকে ৭২০২ রান করেছেন কোহালি। যদিও বল বিকৃতি কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ থাকতে হয়েছিল স্মিথকে। পরিসংখ্যান বলছে, টেস্ট ম্যাচে কোহালির থেকে এগিয়ে স্মিথ। দু" জনে এখনও খেলছেন। বেশ কয়েকবছর আরও খেলবেন তাঁরা। দুই তারকাকে নিয়ে তুলনা যে কমার নয়। তা চলতেই থাকবে।

নির্বাসন কাটিয়ে ক্রিকেটে ফিরছেন পৃথ্বী শ

আট মাসের নির্বাসন কাটিয়ে ফের ক্রিকেটে ফিরছেন পৃথ্বী শ। ভারতীয় ওপেনারকে মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে দেখা যেতে পারে আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে। এমনটাই খবর ইএসপিএনক্রিকইনফো-র।মুম্বইয়ের অ্যাড-হক নির্বাচক কমিটির চেয়ারমান মিলিন্দ রেগে বলছেন, "আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে খেলতে পারবে পৃথ্বী। অবশই দল নির্বাচনের সময় ওর কথা আমরা ভেবে দেখব। কিন্তু এ বিষয়ে এখনই চূড়ান্ত কিছু বলতে পারছি না।"রেগের পানেল মুম্বইয়ের প্রথম তিন মাচের জন্য দল বেছে নিয়েছে। দলের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার শ্রেয়স আয়ার, শার্দূল ঠাকুর ও শিবম দুবে এই মুহূর্তে জাতীয় দলের সঙ্গে রয়েছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলতি টি-২০ সিরিজে রয়েছেন তাঁরা। পৃথ্বী নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে মুম্বইয়ে হাফ ডজনের ওপর মাচ খেলা হয়ে যাবে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে।- কাশির সিরাপই কাল হলো পৃথ্বীর, ডোপিংয়ে অভিযুক্ত ওপেনার খেলবেন না কোন কোন ম্যাচে?চলতি বছর জুলাই মাসে বিসিসিআই পৃথ্বীকে সাসপেন্ড করেছিল। পৃথ্বী যে কাশির সিরাপ খেয়েছিলেন তাতে ছিল টারবুটালাইন, যা প্রায় কম-বেশি প্রতিটি কাশির সিরাপেই পাওয়া যায়।ওয়ার্ল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি (ওয়াডা)-র নিয়ম মতে এটি একটি নিষিদ্ধ উপাদান। যা কোনও ক্রিকেটারের নেওয়া নিষিদ্ধ। আর কাশির ওষুধ সেবন করেই ক্রিকেট থেকে এই ক'মাস দূরে থাকতে হল পৃথ্বীকে।গত ২২ ফেব্রুয়ারি ইন্দোরে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি চলাকালীন মুম্বইয়ের তরুণ ক্রিকেটেরারে মূত্রের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। বোর্ডের অ্যান্টি ডোপিং টেস্টিং প্রোগ্রামেই পৃথ্বীর মূত্রে নিষিদ্ধ টারবুটালাইন পাওয়া যায়। এরপর বিসিসিআই ডোপিং সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে আট মাস সাসপেন্ড করে। নির্বাসিত থাকায় পৃথ্বী ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলতে পারেননি। আসন্ন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দলে থাকছেন না তিনি।

ইনিংসে ৩৮টি ডট বল খেললে জেতার আশা না করাই ভাল"

অনেকেই হয়তো বলবেন, রোহিত শর্মার ও রকম বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের পরে জেতার আশা না করাই ভাল। বাংলাদেশ অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ রিয়াধ কিন্তু বিষয়টার সঙ্গে পুরোপুরি একমত নন।হারের কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, অতিরিক্ত ডট বল খেলার জন্যই রান তোলার গতি কমে যায় দলের। তার ফলে আরও বড় টার্গেট চাপানো সম্ভব হয়নি ভারতের উপরে।বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচে শুরুটা দারুণ করেছিল বাংলাদেশ। দুই ওপেনার লিটন দাস ও মহম্মদ নইম ওপেনিং জুটিতে ৬০ রান করেন। এই দুই ব্যাটসম্যান বড় রানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।"রোহিত বলেই খেলাচ্ছেন", সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের শিকার খলিলষষ্ঠ ওভারেই পঞ্চাশ তুলে ফেলেছিল বাংলাদেশ।

সন্ধান চাই

Ref : Kalyanpur PS GDE No.22, Dated-11/01/2020

পাশের ছবিটি হল শ্রী সুবল সরকার (৬০) পিতা-শ্রী মুকুন্দ সরকার, সাং-উত্তর কমলনগর, থানা-কল্যাণপুর জিলা-খোয়াই ত্রিপুরা। বিগত ২৭/১১/২০১৯ইং তারিখে মাছ বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বাহির হয়। কিন্তু অদ্যাবদি বাড়ি ফিরে আসেনি। উক্ত ব্যক্তির দেহের রঙ কালো, উচ্চতা-৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, পড়নে-লুঙ্গি এবং সাদা রঙের সার্ট।

উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা :

১) খোয়াই ডি. আই. বি কন্ট্রোল (০৩৮২৫-২২২০৮১)

২) কল্যাণপুর থানা (০৩৮২৫-২৬১২২২)

ইতি,

স্বাক্ষর

খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারিক

খোয়াই-ত্রিপুরা

ICA/D-1587/2019-20

সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠক জগত প্রকাশ নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিজেপির নতুন সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

মঙ্গলবার দিল্লিতে দলের প্রধান কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকেরা। নতুন সভাপতিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু হয় বৈঠক। জানা গিয়েছে আগামীদিনে দলের রণকৌশল ঠিক করতেই এদিনের বৈঠকের লক্ষ্য ছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যকরভার গ্রহণ করেন জগত প্রকাশ নাড্ডা। তিনি অমিত শাহের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। গুরুদায়িত্ব পেয়ে স্বাভাবতই আপ্লুত ছিলেন জগত প্রকাশ। এর আগে দলের কার্যকারি সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

সংবর্ধিত হর্টিকালচারের চেয়ারম্যান

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি : সম্প্রতি রাজ্য হর্টিকালচার কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছেন ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুধাংশু দাস। চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই তিনি বিভিন্ন জায়গায় সংবর্ধনায় ভাসছেন। মঙ্গলবার ঊনকোটি জেলার বিজেপি ফটিকরায় মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে সংবর্ধিত করা হয় হর্টিকালচারের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান সুধাংশু দাসকে। ফটিকরায় বিজেপি মন্ডল অফিসে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা হর্টিকালচারের চেয়ারম্যান সুধাংশু দাস, ফটিকরায় মন্ডলের সভাপতি নীলকান্ত সিনহা, ফটিকালচারের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়ায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন বিধায়ক বিধায়ক তথা হর্টিকালচারে চেয়ারম্যান সুধাংশু দাস, আগামীদিনে সকলের সহযোগিতা নিয়ে নিজের সর্বস্ব দিয়ে হর্টিকালচারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলেও এদিন প্রতিশ্রুতি দিলেন বিধায়ক তথা নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান সুধাংশু দাস। অন্যদিকে ফটিকরায়ের বিজেপির কার্যকর্তারা। হর্টিকালচারের চেয়ারম্যান হিসেবে বিধায়ক সুধাংশু দাস নিযুক্ত হওয়ায় আগমী দিনে হর্টিকালচারের কাজ আরো এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদী ফটিকরায়ের বিজেপি কর্মকর্তারা।

শান্তিরবাজারে পূর্ণ রাজ্য দিবস পালিত

শান্তিরবাজার, ২১ জানুয়ারি : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, শান্তির বাজার মহকুমা প্রশাসন এবং পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আজ শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে ৪৮ তম ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস পালিত হয়। বকাফা বি এ সি'র চেয়ারম্যান গৌরি শংকর রিয়াং প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তিনি ত্রিপুরার রাজন্য আমলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির গুরুত্বের কথাও আলোচনা করেন। এছাড়াও এই দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন তথা অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যব্রত সাহা এবং কাউন্সিলার শ্যামলাল দেবনাথ প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন শান্তিরবাজার মহকুমা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক মিঠন দত্ত। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শান্তিরবাজার বালিকা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। পূর্ণরাজ্য দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এদিন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা এবং বর্ণাঢ্য র‍্যালিও সংঘটিত হয়।

মঙ্গলবার পূর্ণ রাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং পাশে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ছবি- নিজস্ব।

মর্মান্তিক : নেপালে বেড়াতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ হারালেন ৮ ভারতীয়

কাঠমাণ্ডু, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : নেপালে মর্মান্তিক মৃত্যু আট ভারতীয়র ঊ বেড়াতে গিয়ে নেপালের রিসর্টে বেঘোরে প্রাণ হারান কেরলের বাসিন্দা এই আটজন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে রিসর্টের ঘরে গ্যাস লিক করাতেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। যত শীঘ্র সম্ভব মৃতদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ও ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক।

মঙ্গলবার নেপালের একটি রিসর্টে অচৈতন্য অবস্থায় আটজনকে উদ্ধার করা হয় । সেখান থেকে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন । জানা গেছে, চার সন্তানকে নিয়ে ১৫ জনের একটি দলের সঙ্গে সম্প্রতি পোখরায় বেড়াতে গিয়েছিলেন দুই দম্পতি। দেশে ফেরার আগে সোমবার রাতে মকবানপুর জেলার দমনের এভারেস্ট প্যানারোমা রিসর্টে উঠেছিলেন তাঁরা। মোট চারটি ঘর বুক করা হলেও, ঠান্ডার মধ্যে দু'টি ঘরেই মিলেমিশে থাকার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা।

যে ঘরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তাতে ৮ জন ছিলেন বলে জানিয়েছেন ওই রিসর্টের ম্যানেজার। তিনি জানান, ঠান্ডায় এমনিতেই ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ ছিল। তার মধ্যেই ঘর গরম করতে গ্যাস হিটার অন করা হয়েছিল। তা থেকে গ্যাস লিক করেই বিপত্তি ঘটে থাকতে পারে। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি সামনে আসতেই ওই ৮ জনকে হেলিকপ্টারে করে হ্যামস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা সকলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন বলে জানিয়েছেন পোখরার পুলিশ সুপার সুশীল সিংহ রাঠৌর। শ্বাসরুদ্ধ হয়েই সকলের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তের পর ধারণা পুলিশের। মৃতরা সকলেই কেরলের বাসিন্দা ঊ তাঁদের মধ্যে ৪ শিশুও রয়েছে। মৃতদের পরিচয় দিতে কাঠমাণ্ডু প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে মৃতদের নাম, প্রবীণ কুমার নায়ার (৩৯), শরণ্যা (৪), রঞ্জিত কুমার টিবি (৩৯), ইন্দু রঞ্জিত (৪), শ্রী ভদ্র (৯), অভিনব সোরায়া (৯), আবি নায়ার (৭) এবং বৈষ্ণব রঞ্জিত হিসাবে শনাক্ত করা গিয়েছে। গোটা ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভি মুরলীধরণ জানান, "কাঠমান্ডুতে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি আমরা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মৃতদেহগুলি দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।" গোটা ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকও ঊ টুইট করে মন্ত্রক জানিয়েছে, 'নেপালে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে । মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে দূতাবাস । তাদের সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে । এই মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত ।'

ছিটমহলের উন্নয়নের টাকা রাজ্য সরকার কোথায় খরচ হয়েছে, কেউ জানে না, রাজ্য সরকারকে তোপ দিলীপের

কোচবিহার, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): ছিটমহলের উন্নয়নের টাকা রাজ্য সরকার কোথায় খরচ হয়েছে, কেউ জানে না ঊ টাকা লুট হয়ে গেছে ঊ মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুললেন বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ । বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দোষ দিলেন দিলীপ ঘোষ ।

দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে দু'দিনের সফরে মঙ্গলবার দুপুরে কোচবিহারে আসেন বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ । আর এখান এসেই রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি ঊ এদিন তিনি বলেন, ছিটমহলের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকশো কোটি টাকা দিয়েছে । কিন্তু, রাজ্য সরকার সেই টাকা কোথায় খরচ করল কেউ জানে না ।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তিনি আরও বলেন, 'আমি দু"বার ছিটমহলে গেছি । ক্যাম্পে গেছি । গত দু-তিন বছর ধরে আন্দোলন করেছি । এসপি ঘেরাও করেছি । রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, জল, রেশনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকশো কোটি টাকা দিয়েছে । কিন্তু, সেই টাকা রাজ্য সরকার কোথায় খরচ হয়েছে, কেউ জানে না । টাকা লুট হয়েছে ।'

বাংলাদেশ ছিটমহলের জন্য কাজ করে ফেলল । অথচ এদেশে টাকা আসা সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি । দিলীপ ঘোষ বলেন, 'স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও অফিসাররা মিলে এই টাকা লুট করেছে । ছিটমহলের লোকেদের আশা ছিল, তাঁরা ভারতে এলে সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারবে । তাঁদের ভোটার কার্ড দেওয়া হল, নাগরিকত্ব দেওয়া হল, রেশন দেওয়া হল । কিন্তু, বাকি সুবিধা তাঁদের দেওয়া হয়নি । তাঁরা খুব হতাশ হয়েছেন ।'

বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দোষ দিলেন দিলীপ ঘোষ । বলেন, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই । শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে । শিল্প আসছে না । এসব সিএএ, এনআরসি-র বিরোধিতা ছেড়ে দিয়ে এদিকে নজর দিন । লোকে এসবের জন্য ভোট দিয়েছে । সিএএ-র বিরোধিতা করার জন্য ভোট দেওয়া হয়নি তাঁকে ।'

চিত্র সাংবাদিকের মাতৃ বিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সদস্য চিত্র সাংবাদিক কমল মিত্রের মা পারুলবালা মিত্রের অকাল প্রয়ানে শোকাহত সংগঠনের সকল সদস্য। তিনি সোমবার রাত ১০টা ৫০ মিনিটে শিবনগর কলেজ রোডস্থিত ছয়ের পাতায় দেখুন

রক্তদান শিবির আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। গভঃ মেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট আগরতলা এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার এক মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস। রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডাঃ দিলীপ দাস রক্তদানের গুরুত্ব তোলে ধরেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সেবার মনোভাবের চরিত্র গঠন করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা অর্থাৎ মানুষের জন্য দেশের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা করা। এতে মানবধর্ম যেমন পালিত হয় তেমনি নিজেকেও চেনা যায়। রক্তদান হচ্ছে সেই মানবধর্মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি সবাইকে এগিয়ে এসে রক্তদানের আহ্বানও জানান।

২২শে টিচার্স মিট এবং ২৩শে স্পনসরসিপ টেস্ট পিরামিড এডুকেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষায় সুযোগ সম্প্রসারণে পিরামিড এডুকেশনের উদ্যোগে আগামী ২২ জানুয়ারি টিচার্স মিট এর আয়োজন করা হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি অঙ্কাক কোর্সে ভর্তির জন্য ১০০ শতাংশ স্পনসরসিপ টেস্টের আয়োজন করা হয়েছে। পিরামিড এডুকেশন আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর এবং রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষায় সহযোগিতা করছে। এরই অন্তর্গত কলকাতা ভিত্তিক ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগ নিয়েছে। এলায়েন্স ইউনিভার্সিটির সাথে যৌথ ভাবে ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পিরামিড এডুকেশন।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে ময়দানে শাসকদল বিজেপি

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি : আসন্ন এডিসি নির্বাচন কে পাখির চোখ করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পরেছে শাসক দল বিজেপি। মঙ্গলবার বিকালে বিজেপি অমরপুর মন্ডলের উদ্যোগে ভোমরাছড়া পঞ্চায়েত অইফসের সামনে একটি অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় চক্রবর্তী, মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক উত্তম (পল্টন) মজুমদার প্রমুখ। সভায় সিপিআইএম ছেড়ে ৩২ পরিবারের ৭৮ জন ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস ও মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় চক্রবর্তী। মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় চক্রবর্তী বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের তীব্র সমালোচনা করে রাজ্যের বর্তমানে সরকার জনজাতিদের উন্নয়নে কি কি কাজ করছে তার উল্লেখ করেন। পাশাপাশি বর্তমান সরকারের ২৩ মাসের শাসন কালে ভোমড়াছড়া ভিলেজের মানুষরা কি কি সরকারি সুযোগ সুবিধা পেয়েছে পরিসংখ্যান দিয়ে তা সভায় তোলে ধরেন মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় চক্রবর্তী। লেপেদাপাড়া ও মুক্তদয়াল পাড়ার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করার জন্য একটি সেতু নির্মাণের ব্যাপারে পূর্ত দফতরের নিকট দাবী জানানো হয়েছে বলে সভায় জানান মন্ডল সভাপতি।

সভায় বিজেপি দলের কর্মী সমর্থকদের উপস্থিত ছিল লক্ষ্যণীয়।

চিনা ভাইরাস নিয়ে ভারতের বিমানবন্দরে জারি হল সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): চিনা ভাইরাস নিয়ে ভারতের বিমানবন্দরে জারি হল সতর্কতা । কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রকের তরফে যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা মন্ত্রককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চিঠিও দেওয়া হয়েছে । শুধু তাই নয় চিন ও তার সংলগ্ন দেশগুলির ভারতীয় দূতাবাসগুলিতেও নোভেল করোনা ভাইরাস নিয়ে বার্তা দেওয়া হয়েছে ।

চিনা ভাইরাস আতঙ্ক বাড়ছে । "নিউমোনিয়া"র বৈশিষ্ট্য যুক্ত এই করোনা ভাইরাসের সম্পূর্ণ নয়া সংস্করণ চিনে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার এই ভাইরাস নিয়ে বিশেষ সতর্কতা নিতে চলেছে কেন্দ্র । গত দু'দিনে গত দু'দিনে নতুন করে আরও ১৩৯ জনের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে চিনে। সেই কথা মাথায় রেখেই ভারতের বিমানবন্দরে জারি হল সতর্কতা । কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রকের তরফে যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা মন্ত্রককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চিঠিও দেওয়া হয়েছে । রাজধানীসহ মুম্বই, কলকাতা, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ ও কোচি বিমানবন্দরে বিশেষ থার্মাল স্ক্রিনিং চালু করতে বলা হয়েছে ।

চিঠিতে বলা হয়েছে, চিন থেকে আসা কোনও বিমানে কেউ যদি অসুস্থ বোধ করে তবে তা দ্রুত জানাতে বলা হয়েছে । ভিন দেশ থেকে আসা সমস্ত বিমানের ক্ষেত্রেই বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হবে । পাশাপাশি গত বছরের ৩১ ডিসেম্বরের পর চিনের ইউহান শহর থেকে আসা সমস্ত যাত্রীদের বিস্তারিত তালিকাও চেয়ে পাঠিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক । নতুন ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রেও ভালোভাবে যাচাই করে নিতে বলা হয়েছে । এবিষয়ে কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রকের তরফে যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা মন্ত্রককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চিঠিও দেওয়া হয়েছে । রাজধানীসহ মুম্বই, কলকাতা, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ ও কোচি বিমানবন্দরে বিশেষ থার্মাল স্ক্রিনিং চালু করতে বলা হয়েছে ।

শুধু তাই নয় চিন ও তার সংলগ্ন দেশগুলির ভারতীয় দূতাবাসগুলিতেও নোভেল করোনা ভাইরাস নিয়ে বার্তা দেওয়া হয়েছে ।

উল্লেখ্য, চিনের বাইরে জাপান ও থাইল্যান্ডেও এই ভাইরাস সংক্রমণের খবর এসেছে। এর আগে সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা ছষ্টছ-এর সংক্রমণে সারা বিশ্বে প্রায় ৮০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এই ভাইরাসটির সঙ্গে করোনা ভাইরাসের চরিত্রের বিশেষ মিল রয়েছে। তাই রয়েছে আতঙ্ক । সবমিলিয়ে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে কেন্দ্র ।

অসমের উমরাংসো ১৫ কিলোয় অষ্টাদশীর মৃতদেহ উদ্ধার

উমরাংসো (অসম), ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসোর ১৫ কিলো এলাকা থেকে মঙ্গলবার সকালে পুলিশ এক অষ্টাদশী যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত যুবতীকে উমরাংসো থানার অন্তর্গত ১৫ কিলোর বাসিন্দা হংচেংলই খেলমা (১৮)।

জানা গেছে, সোমবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ হংচেংলই তারদে ঘর থেকে কোনও কাজে বের হয়েছিলেন। সেই যে বেরিয়েছিলেন, রাতে আর ঘরে ফেরেননি তিনি। এদিকে আজ সকাল প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ গ্রামের মানুষ ১৫ কিলো এলাকার কাছে জঙ্গলে এক যুবতীর মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে উমরাংসো পুলিশ উদ্ধার করে হেংচেংলই খেলমার মৃতদেহ। প্রাথমিক তদন্ত এবং আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে হংচেংলই-এর মৃতদেহটি পাঠিয়ে দেওয়া হয় উমরাংসো সরকারি হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য।

অন্যদিকে অষ্টাদশী যুবতীকে কেউ খুন করে জঙ্গলে ফেলে রেখে গেছে, না-তিনি আত্মহত্যা করেছেন সে সব প্রশ্নের জবাব পেতে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন থানা কর্তৃপক্ষ।

রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পাশে জাপান

ঢাকা, ২১ জানুয়ারি (হি.স.) : রোহিঙ্গা সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াল জাপান।

সোমবার বাংলাদেশের সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের নতুন রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতো। বৈঠক সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম জানিয়েছেন, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্ত রকমের সহায়তা করতে প্রস্তুত জাপান। রোহিঙ্গা সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান চায় জাপান।

ছয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লিতে ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার মা-ছেলের রক্তাক্ত দেহ

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে বন্ধ ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে উদ্ধার মা-ছেলের রক্তাক্ত দেহ উ মঙ্গলবার খবর পেয়ে পুলিশ এসে দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরি এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে এক মহিলা ও তাঁর ছেলের দেহ উদ্ধার করে। দুজনকেই কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে জানিছে পুলিশ ।

জানা গেছে দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরির "কে" ব্লকের একটি বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোয় মঙ্গলবার সকালে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দেখে ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। এরপর দরজা ভেঙে পুলিশ ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখে ঘরের ভেতর এক মহিলা ও তাঁর নাবালক ছেলের দেহ পড়ে রয়েছে।

উত্তর-পশ্চিম দিল্লির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বিজয়ন্ত আর্য জানিয়েছেন, ওই মহিলার নাম পূজা। তাঁর স্বামীর বছর দুয়েক আগে মৃত্যু হয়েছে। ফ্ল্যাটে পূজা ও তাঁর বছর বারোর ছেলেকে নিয়ে থাকতেন। দেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক ছয়ের পাতায় দেখুন

গেইল এর উদ্যোগে দূষণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। গেইল ইন্ডিয়া লিমিটেড আগরতলার পক্ষ থেকে দু'দিন ব্যাপী বিনামূল্যে যানবাহন দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সনাক্তকরণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। পরিবেশ যান্ত্রিক দূষণ থেকে মুক্ত করতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ২১ এবং ২২ জানুয়ারি সকল প্রকার যানবাহনের বিনামূল্যে এই দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সনাক্তকরণ করা হবে। এই প্রসঙ্গে আগরতলা গেইলে কর্মকর্তা জানান যারা ভিহিকেলস ব্যবহার করেন তাদের সচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই প্রোগ্রাম এতে কিভাবে

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।